ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 October, 2023 ■ আগরতলা ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ৮ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আসছে বছর...

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হল দুর্গা পূজা। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজার চার দিন আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেছেন রাজ্যবাসী। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। রাজ্যের দু একটি জায়গায় দুর্ঘটনার খবর থাকলেও পুজো নির্বিঘ্নে কেটেছে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে এ খবর জানা গেছে। পুজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ হওয়ায় রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। পুজোর চার দিন আরক্ষা প্রসাশন থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা পূজা শান্তিপূর্ণ নির্ভীক নিয়ে শেষ করার জন্য যে প্রয়াস গ্রহণ করেছে তার জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান তিনি। তবে উৎসবের রেশ এখনো শেষ হয়নি। একাদশীতেও শহরে ঠাকুর দেখার ভিড় ছিল। একদিকে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব অন্যদিকে বড় বড় প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখার ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল। বৃহস্পতিবার মায়ের গমন এই শিরোনামে হবে কার্নিভাল। অর্থাৎ এই দিনই গোটা রাজ্যে বিসর্জনের পর্ব সম্পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষে আগরতলা শহরে প্যারাডাইস চৌমুহন সিটি সেন্টারে সামনে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। বিকেল থেকে ই সমস্ত ক্লাব এবং সার্বজনীন পুজো কমিটি প্রতিমা নিয়ে এ কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবেন। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র প্রমুখ। এদিকে আগরতলার দশমী খাটে প্রতিমা নিরঞ্জন কে ঘিরে জনতার উপচে পড়া ভিড় ছিল গতকালের মত আজ ও। সূত্রে জানা গেছে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক উপরে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর। বাতাসে বিষাদের সুর। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। শারদীয়া দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় রাজ্যবাসী সহ আরক্ষা প্রশাসন, পুজো উদ্যোক্তাও রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। সামাজিক মাধ্যমে এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের জাতি জনজাতিদের সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপূজা। এই উৎসবের দিনগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য রাজ্যের সকল অংশের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা যারা এই দুর্গাপূজার সময়ে নিজের পরিবার পরিজন থেকে দুরে থেকে এতো বড় আয়োজনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছেন তাদের অবদানকে কুর্নিশ জানান তিনি।

৪০ আসনে মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে ১৭৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৭ই

আইজল, ২৫ অক্টোবর : আগামী ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে ৮.৫৭ লক্ষের বেশি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ১,২৭৬টি কেন্দ্রে। রাজ্যের মোট ৪০ আসনে ১৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মধুপ ব্যাস। আজ বুধবার আইজলে আয়োজিত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মধুপ ব্যাস আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বহু তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, রাজ্যের সর্বশেষ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ৮,৫৭,০৬৩ জন ভোটার এবার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তাঁদের মধ্যে ৪,১৩,০৬২ জন পুরুষ, ৪,৩৯,০২৬ জন মহিলা এবং ৪,৯৭৫ জন সার্ভিস ভোটার। আইএএস মধুপ ব্যাস জানান, এবার মোট ১,২৭৬টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। সব কোন্দ্রের তালিকা ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কোন কোন নির্বাচন ক্ষেত্রে কতজন প্রার্থী রয়েছেন এবং কতজন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন, সে সব তথ্য আগামী তিনদিনের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কাছে পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিক নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা (এএমএফ) ইনস্টল করার পাশাপাশি সমস্ত ভোট কেন্দ্রে দিব্যাঙ্গদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক ব্যবস্থা নিশ্চিত করছেন।

প্রিসাইডিং অফিসার, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পোলিং অফিসারদের প্রত্যেকে ১,৪৭০ জনের সমন্বয়ে পোলিং পার্টির জন্য প্রথম প্রশিক্ষণ কয়েকটি জেলা ছাড়া সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিকরা সম্পন্ন করেছেন। বাকি জেলাগুলিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চলছে। সব জেলার সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের কোনও ঘাটতি নেই, জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ব্যাস।

তিনি জানান, ১,২৭৬টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৭৬৫টিতে ওয়েবকাস্টিং স্থাপন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা গোটা মিজোরামের সমস্ত ভোট কেন্দ্রের ৬০ শতাংশ। পরিষেবাটি পশ্চিমবঙ্গ-ভিত্তিক মাল্টি কম্পিউটার সার্ভিসেস দেবে। এর জন্য সমস্ত কোডাল আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে। এই পরিষেবা আগামী ২৭ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু হবে। ইভিএম এবং ভিভিপিএটি (ভিভি-প্যাট) সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মধুপ ব্যাস জানান, ভোটের দিন ব্যবহারের জন্য ইভিএম এবং ভিভি-প্যাট-এর প্রথম রেন্ডোমাইজেশন হয়েছে গত ১৮ অক্টোবর। সমস্ত ১১টি জেলায় ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কর্তৃক নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট জেনারেল অবর্জভারের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় রেন্ডোমাইজেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে ২৩ অক্টোবর প্রত্যেকটি বিধানসভা ক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন স্থানে। এছাড়া সমস্ত ইভিএম এবং ভিভিপিএটি সশস্ত্র নিরাপত্তা কর্মীদের পর্যবেক্ষণে সিসিটিভি কভারেজের অধীনে সার্বক্ষণিক সুরক্ষিত জেলা স্ট্রং রুমে নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কন্টোল ইউনিটে ব্যবহারের জন্য ব্যালট পেপারের মুদ্রণ ইসিআই-এর প্রটোকল অনুযায়ী সরকারি প্রেসে সম্পন্ন হয়েছে। আজ (২৫ অক্টোবর) সমস্ত জেলা নির্বাচন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেঠুর ক্রোধ থেকে রক্ষা পেল ভাতিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ অক্টোবর।। সামাজিক অবক্ষয়ের নির্মম চিত্র দেখলো বিলোনিয়া, জেঠুর রোশানল থেকে ভাতিজি অল্পেতে বড়সর বিপদ থেকে বাঁচল সাত বছরের নাবালিকা, বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত চিত্তামারা এলাকার আপন দেবনাথ এর সাত বছরের মেয়েকে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে তারই সম্পর্কে জেঠু নিমাই দেবনাথ, অভিযোগ এদিন বিকেলে আপন দেবনাথের ৭ বছরের শিশু কন্যা তার ভাইয়ের ছেলের সাথে খেলাছলে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এই ঘটনা দেখতে পেয়ে আপন দেবনাথের ভাই নিমাই দেবনাথ ছোট ছেলে মেয়েদের ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ঘর থেকে রাবারের এসিড এনে সাত বছরের শিশু কন্যাটির গায়ে ঢেলে দিতে যায় বলে অভিযোগ,তখন মেয়েটির আত্ম চিৎকারে ছুটে আসে মেয়েটির বাবা আপন দেবনাথ, তার মেয়েকে বাঁচাতে ঘটনাস্থলে জড়িয়ে ধরে নিমাই দেবনাথের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে নিমাই দেবনাথ রাবারের অ্যাসিড তার ভাই আপন দেবনাথের শরীরে ছুড়ে মারে, ঘটনাস্থলে মারাত্মকভাবে আহত হয় আপন দেবনাথ, তাকে সাথে সাথে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ,বর্তমানে আপন দেবনাথ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আজ কার্নিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। মহা ধুমধামের সাথে আগামীকাল মায়ের গমন কার্নিভ্যালের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা সরকার। রাজধানী আগরতলায় অধিক ক্লাব ওই কার্নিভ্যালে অংশ নেবে। আজ তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তথ্যবধানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুজোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। দূর্গো উৎসবের দিন গুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রস্তুত ছিলো বিদ্যুৎ নিগম। ভুতুরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ে গিয়ে একথা বলেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন তিনি বিদুৎ নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিষেবার বিষয়ে অবগত হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ডিজিএম-র নেতৃত্বে পুজোর জন্য বাড়তি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করছে।

তাঁর কথায়, বিদ্যুৎ-র চাহিদার কথা মাথায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ -র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই মোতাবেক পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। কোথাও কোন ধরনের ঘাটতি দেখা দেয় না। ষষ্ঠীর রাতে বিদ্যুৎ -র চাহিদা পিক আওয়ায়ে পৌছায় ৩০৪ মেগাওয়াটে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনার শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। বুধবার রাজ্যে এসেছেন ত্রিপুরার নতুন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিজেপি রাজ্য প্রভারি এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছে।

আগামীকাল ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং নতুন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

আজ দুই বিচারপতির শপথ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে নতুন দুই বিচারপতি শপথ নেবেন। সম্প্রতি ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছেন বিশ্বজিৎ পালিত এবং সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ। কাল তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং।

বিশ্বজিৎ পালিত ইতিপূর্বে ত্রিপুরা সরকারের আইনসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এদিকে সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ ইতিপূর্বে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অধিকর্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা কেড়ে নিলো এক ছাত্রের প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৫ অক্টোবর।। দশমীর সকালে হলিক্রস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার অন্তর্গত ধুমাছড়া থানাধীন জামিরছড়া এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম প্রশান্ত ত্রিপুরা। বাড়ি জামেরছড়া। ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রশান্ত ত্রিপুরা কাঁঠালছড়া হলিক্রস স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসে গত ২০ অক্টোবর বন্ধুবান্ধবের সাথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২১ ▫ ২৬ অক্টোবর ২০২৩ ইং ▫ ৮ কার্তিক ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রের বাক তরজা অব্যাহত। ঝাড়খণ্ডের গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দুবের বিরুদ্ধে ভুয়ো ডিগ্রি পেশ করিবার অভিযোগ তুলিয়াছিলেন মহুয়া মৈত্র। সেই বিষয়টি ফের সামনে আনিয়াছেন তিনি। যদিও পাল্টা মহুয়ার বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন পেশ করিবার অভিযোগ তুলিয়া চাঞ্চল্য তৈরি করিয়াছেন নিশিকান্ত দুবে। দুই সাংসদদের মধ্যে বাক তরজা এখন জাতীয় রাজনীতিতে চর্চায় রহিয়াছে। অ্যাকাউন্টে নিশিকান্ত দুবে লিখিয়াছেন, 'প্রশ্নটা সংসদীয় নিয়মকানুন, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সাংসদের শোভনীয়তা, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক কাজ নিয়া। তাঁহাকে জবাব দিতে হইবে যে, দুবাই থেকে এনআইসির ইমেল অ্যাক্সেস করা হইয়াছিল কিনা, অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল কিনা এবং বিদেশ সফরের অর্থ কোথা থেকে আসিয়াছিল। তাঁহাকে জবাব দিতে হইবে, বিদেশ সফরের আগে তিনি লোকসভার স্পিকার এবং বিদেশমন্ত্রকের অনুমতি নিয়াছিলেন কিনা।' তিনি আরও লিখিয়াছেন, 'প্রসঙ্গটা আদানি, ডিগ্রি বা চুরি নিয়া নয়। প্রসঙ্গ হইল, দেশকে ভুল বোঝানো এবং দুর্নীতি করা। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন সাংসদ অর্থের বিনিময়ে নিজের বিবেক বিক্রি করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন নিশিকান্ত দুবে। এর আগেও নিশিকান্তের বিরুদ্ধে ভুয়ো ডিগ্রি দাখিল করিবার অভিযোগ তুলিয়াছিলেন মহুয়া। ফের সেই অভিযোগ তোলেন তিনি। তাহার পাল্টা এই পোস্ট নিশিকান্ত দুবের। মহুয়ার মৈত্র তাঁহার এক্স অ্যাকাউন্টে লেখেন, 'কে মিথ্যা বলিতেছেন? ২ দিন আগেই ভুয়ো ডিগ্রিধারী বলিয়াছিলেন, তদন্তকারী সংস্থাকে দুবাইয়ে লগ ইন সহ সমস্ত তথ্য দিয়াছে এনআইসি। এবার অশ্বিনী বৈষ্ণব বলিয়াছেন, লোকসভা অথবা স্বাধীকার কমিটি চাইলে তথ্য দিবে এনআইসি। আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে বিজেপিকে স্বাগত। তবে আদানি এবং গোড্ডাকে দিয়া সেটা হইবে না, এটা ভাল কৌশল নয়।ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানী গোষ্ঠীর থেকে টাকা নিয়া তাঁহাদের স্বার্থে সংসদে প্রশ্ন করিবার অভিযোগ উঠিয়াছে মহুয়ার বিরুদ্ধে। তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে লোকপাল তদন্তে দাবি জানাইয়াছেন নিশিকান্ত দুবে। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে আনা জয় অনন্ত দেহাদ্রিকে চিঠি লিখিয়া আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের আবেদন জানাইতে চলিয়াছেন নিশিকান্ত দুবে। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ইতিমধ্যেই পাঠানো

হইয়াছে লোকসভার স্বাধীকার কমিটিতে। মহুয়া মৈত্র তাঁহার লগ ইন সম্পর্কিত তথ্য ব্যবসায়ীকে দিয়াছিলেন কিনা এবং তাহার পিছনে কী স্বার্থ ছিল, সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানাইয়া তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি দেন নিশিকান্ত দুবে। জবাবে, অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, স্বাধীকার কমিটিতে তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে তদন্তে সবরকম সাহায্য করিবে এনআইসি।

বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, রবি মরশুমের জন্য ভর্তুকির হার জানালেন অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : রবি মরশুম, ২০২৩-২৪ (০১.১০.২০২৩ থেকে ৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত) ফসফেটিক এবং পটাসিক সারের জন্য পুষ্টি ভিত্তিক ভর্তুকি হার অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বুধবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রবি মরশুমের জন্য ভর্তুকি এইরকম হবে। নাইট্রোজেনের জন্য প্রতি কেজি ৪৭.২ টাকা, ফসফরাস প্রতি কেজি ২০.৮২ টাকা, পটাশ ভর্তুকি প্রতি কেজি ২.৩৮ টাকা এবং সালফার ভর্তুকি হবে প্রতি কেজি ১.৮৯ টাকা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, ভর্তুকি অব্যাহত থাকবে কারণ যখন আন্তর্জাতিক দাম বেড়ে যায়, সরকার চায় না যে এটি দেশের কৃষকদের উপর প্রভাব ফেলুক... ডিএপি-তে ভর্তুকি প্রতি টন ৪৫০০ টাকায় অব্যাহত থাকবে। যতদূর পর্যন্ত পুরানো হার অনুযায়ী ডিএপি প্রতি ব্যাগ ১৩৫০ টাকায় পাওয়া যাবে। এনপিকে প্রতি ব্যাগ ১৪৭০ টাকা দামে পাওয়া যাবে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ালো তামিলনাড়ু সরকার

চেন্নাই, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : তামিলনাড়ু সরকার বুধবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) চার শতাংশ বাড়িয়েছে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বুধবার ১৬ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাড়ানোর নির্দেশ জারি করেছেন। এই ১৬ লক্ষ কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষক ও পেনশনভোগীরাও রয়েছেন। ডিএ ৪২ থেকে ৪৬ শতাংশ বাড়ানোর নির্দেশ জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন। বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ পয়লা জুলাই, ২০২৩-এর হিসেবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ডিএ-এর জন্য স্ট্যালিন সরকার বার্ষিক ২,৫৪৬.১৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করবে। ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারী আধিকারিক, শিক্ষক, পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীরা উপকৃত হবে। ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ২,৫৪৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে।

নরসিংহপুর থেকে মনোনয়ন পেশ করলেন প্রহ্লাদ প্যাটেল, বললেন উন্নয়ন মানে সব সুযোগ-সুবিধা

নরসিংহপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নরসিংহপুর জেলা থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। বুধবার মনোনয়ন পত্র পেশ করার পর প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল বলেছেন, উন্নয়ন মানে সব সুযোগ-সুবিধা। নরসিংহপুর বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'উন্নয়ন মানে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে না চাইতেই উপলব্ধ হওয়া। মোদী সরকার এটা করেছে। আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার চেয়ে ভালো করেছি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিজেপির অভিধানে নেই, কংগ্রেসের অভিধানে রয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কংগ্রেস নেতারা আমাদের ঐতিহ্যকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছেন।'

শিলিগুড়িতে ১২টি পুজো কমিটি পুজোর কার্নিভালে অংশ নিচ্ছে

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর পাঁচ দিন শেষ। অফিস-কাছারির ছুটিও শেষ। উমার এখন আবার ফিরে যাওয়ার পালা। আর আমবাঙালির অপেক্ষা শুরু আরও একটা বছরের। শুধু শহর কলকাতাতেই নয়, জেলাগুলিতেও শুরু হয়েছে কার্নিভালের প্রস্তুতি।

বৃহস্পতিবার জেলাগুলিতে পুজোর কার্নিভাল রয়েছে। সেই মতো প্রস্তুত হচ্ছে জেলাগুলি। শিলিগুড়িতে ১২টি পুজো কমিটি পুজোর কার্নিভালে অংশ নিচ্ছে। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে শোভাযাত্রা। হিল কার্ট রোড থেকে মহানন্দা নদীর ধারে লালমোহন মৌলিক ঘাটে গিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হবে।

কবি জীবনানন্দ দাশ

জোবায়ের আলী জুয়েল

কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন একজন কাল সচেতন ও ইতিহাস সচেতন কবি। আধুনিক কাব্য কলার বিচিত্র ইজম প্রয়োগ ও শব্দ নিরিক্ষার ক্ষেত্রে ও তার অনন্যতা বিস্ময়কর। বিশেষতঃ কবিতার উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দের নৈপূন্য তুলনাহীন। কবিতাকে তিনি মুক্ত আঙ্গিকে উর্তীন করে গদ্যের স্পন্দন যুক্ত করেন, যা'পরবর্তী কবিদের প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছে। জীবন বোধকে নাড়া দিয়েছে।

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রয়ারী বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও সমাজ সেবক। তিনি "ব্রাহ্মবাদী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মাতা কুসুম কুমারী ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। জীবনানন্দ দাশের বাল্য শিক্ষার সুত্রপাত হয় মায়ের কাছেই। তারপর তিনি বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন জীবনানন্দ দাশ। ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই, এ প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি, এ পাশ করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাশ করেন। ১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। জীবনানন্দ দাস ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছু আগে তিনি স্বপরিবারে কলকাতায় চলে যান। জীবনানন্দের কাব্য চর্চার শুরু অল্প বয়স থেকেই। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম কবিতা "বর্ষ-আবাহন" ব্রাহ্মবাদী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৬/এপ্রিল ১৯১৯ খ্রি:) প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরাপালক"। ১৯৩০ সালের ৯ মে বিয়ে করেন রোহিনী কুমার গুপ্তের মেয়ে লাবন্য গুপ্তকে। বিবাহিত জীবন তার মোটেই সুখের ছিলনা। বিয়ের পর অনেকদিন কর্মহীন জীবন কেটেছে জীবনানন্দ দাশের। দুটি সন্তান ছিল তাঁর মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও ছেলে সমরানন্দ। জীবনানন্দ দাশ বৈষয়িক জীবনে কখনো সফলতা পান নাই। বার বার ভাবতেন আতহত্যার কথা। ভেবেছিলেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সাগরের জলে ডুবে মরবেন। সারাটা জীবন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্ল'ন মনে করতেনা আমাদের এই বাঙলাদেশ কে। জীবনানন্দ দাশ কবি হলেও অসংখ্য ছোটগল্প কয়েকটি উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি এগুলি প্রকাশ করেন নাই। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে জীবনানন্দের স্বতন্ত্র প্রতিভা ও নিভৃত সাধনার উম্মোচন ঘটে মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত তাঁর অসংখ্য পান্ডুলিপিতে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল, সতেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্য ধারার প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ' গুলি হচ্ছে ধূসর পান্ডুলিপি (১৯৩৬ খ্রি:), বনলতা সেন(১৯৪২ খ্রি:), মহাপৃথিবী (১৯৪৪ খ্রি:) সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮ খ্রি:) রূপসী বাংলা (১৯৫৭খ্রি:), বেলা অবেলা কাল বেলা, (১৯৬১ খ্রি:) এ ছাড়াও বহু অগ্রি'ত কবিতা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে মাল্যবনে (১৯৭৩ খ্রি:), সুতীর্থ (১৯৭৭খ্রি:) জলপাই হাটি (১৯৮৫ খ্রি:) জীবন প্রনালী (অপ্রকাশিত), রাসমতির উপাখ্যান (অপ্রকাশিত) ইত্যাদি। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক।

কবিতার কথা (১৯৫৫ খ্রি:) নামে তাঁর একটি মননশীল ও নন্দন ভাবনা মূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ' আছে। সসপ্রতি কলকাতা থেকে তার গদ্য রচনা ও অপ্রকাশিত কবিতার সংকলন রূপে 'জীবনানন্দ সমগ্র' (১৯৮৫ খ্রি:) নামে বারো খন্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি:) নিবিড় প্রকৃতি চেতনা তাঁর কবিতায় গভীর দ্যোতনা লাভ করেছে। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা- পুরাণের জগৎ তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্র রূপময়। বিশেষতঃ "রূপসী বাংলা" কাব্যগ্রন্থে যে ভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও অনুসুক্ষভ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি রূপসী বাংলার কবি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য। তাঁর কবিতার চিত্রময়তা, যার সঙ্গে আমরা অনায়াসে ঘনিষ্ঠ বোধ করি। এটি তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারন। যে প্রকৃতির বর্ণনা জীবনানন্দ করেন, বাস্তবে তাকে আমার আর খুঁজে পাই না। পাইনা বলেই হয়তো হারানো সেই সৌন্দয্যকে আমরা নিজের ভেবে আর ও প্রবল ভাবে আকড়ে ধরি। অনেক সময় তাঁর উচারিত শব্দ চিত্র আমাদের ধরা ছোয়ার বাইরে রয়েগেছে। সম্রাট বিম্বিসার কে, বির্দভ নগর কোথায়, তা'না জেনেই মনে মনে নিজের মতো এক চিত্র ও ধ্বনির জগৎ আমরা গড়ে নেই। আগাগোড়া তাঁর কবিতার সুর বিষন্ন, সবচেয়ে উজ্জ্বল যে রং তাও ধূসর, অথচ তা' সত্তেলও জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আমারা ব্যক্তিগত প্রনোদনার উৎস খুঁজে পাই। তবে প্রকৃতির পাশাপাশি জীবনানন্দের শিল্প জগতে মূর্ত হয়েছে, বিপন্ন মানবতার ছবি এবং আধুনিক নগর জীবনের অবক্ষয়, হতাশা, নিঃসংঙ্গতা ও সংশয়, রোধে জীবনানন্দ ছিলেন একজন সমাজ সচেতন কবি। তিনি ইতিহাস চেতনা দিয়ে অতীত ও বর্তমান কে অচ্ছেদ্য সস্পর্ক সুত্রে বেঁধেছেন। তার কবি স্বভাব ছিল অর্নমূখী, দৃষ্টিতে ছিল চেতনা থেকে নিশ্চেতনা ও পরচেতনার শব্দ রূপ আবিস্কারের লক্ষ্য। এ সুত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন হইপ্রশনিস্টিক রীতি, পরাবাস্তবতা, ইন্দ্রিয় বিপর্যাস ও রঙের অত্যাশ্চর্য টেকনিক। জীবনানন্দ বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে অজ্ঞাত পূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছিলেন তা' জীবনানন্দের সমকালীন সময়ে খুব কম কাব্য রসিক কিংবা নন্দন তাত্তিলকরা বুঝতে পেরেছিলেন। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে দাম্পত্য জীবনের সঙ্কট, নরনারীর মনস্তত্তল ও যৌন সম্পর্কের জটিলতা এবং সমকালের আর্থ সামাজিক কাঠামোর বিপর্যয়। তাঁর প্রায় গল্প উপন্যাস আত জৈবনিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের কবিতার ভুমিকা ঐতিহাসিক। ষাটের দশকে বাঙালির জাতি সত্তা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় বাঙালি জনতাকে তাঁর "রূপসী বাংলা" তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করে। জীবনানন্দ ছিলেন আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ "বনলতা সেন" নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে ১৯৫৩ সালে পুরস্কৃত হয়। জীবনানন্দের "শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্র'টি ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের সাহিত্য আকাডেমী পুরস্কার লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জীবনানন্দ দাশ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ ও বিস্ময় প্রায় অন্তহীন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ভেতর থেকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত অনুভতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সেই সব শব্দ থেকে বিচ্ছুরিত হয় একই সাথে আলো আর অন্ধকার। বিশ শতকের অন্য কোনো বাঙালি কবি আমাদের কল্পনায় এমন প্রবল ভাবে দাগ কাটে নি। আজও তাঁর কবিতার অলঙ্কার শব্দ ব্যবহার এবং অধুনা আবিস্কৃত গদ্যের ভাষা আমাদের ক্রমেই বিস্মিত করে চলেছে। জীবনানন্দের মৃত্যুর ৬৪ বছর পরও তিনি সমকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রধান কবি হিসেবে আজও অধিষ্ঠিত।

কবির প্রিয় গোরার নামেই শান্তিনিকেতনের গৌরপ্রাঙ্গণ

চন্দননগরের সঙ্গে কবির সম্পর্ক আত্মিক। এই গঙ্গাতীরেই কবির জীবনের "সত্য ও সহজ" উদ্বোধন হয়েছিল। এই জন্যই কবি নিজেকে "গাঙ্গেয়" বলে মনে করতেন। সেই যে রিভারভিউ-মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে জ্যোতিদাদা-নতুন বৌঠানের হাত ধরে চন্দননগরের সঙ্গে কবির পরিচয়পর্বের সূচনা, তার সমাপ্তি হয়েছিল একেবারে প্রৌঢ় বয়সে।

বয়সকালে যত বারই কবি এখানে পদার্পণ করেছেন, ক্রমশ স্মৃতিভারে ন্যুব্জ হয়েছেন, বিহ্বল হয়েছেন। অনেক বারই কবি এই শহরে এসেছেন। স্বভাবতই কবির সঙ্গে বহু বিশিষ্ট মানুষের যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। এই ভাবেই তেলেনিপাড়ার জমিদার বংশের সত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এই শহরের হরিহর শেঠ, "হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়, কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চন্দননগরের ততকালীন মেয়র নারায়ণচন্দ্র দে, চিকিতসক যোগেশ্বর শ্রীমানী প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে কবির যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেশী ছিলেন চন্দননগরের আর এক বিশিষ্ট চিকিৎসক দয়ালচন্দ্র ঘোষ। প্রতিবেশীর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দয়ালচন্দ্র ঘোষ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গৌরগোপাল ঘোষকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

আনুমানিক ১৮৯৪ সালে চন্দননগরে গৌরগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রানী চন্দ জানাচ্ছেন, "সাত বছরের ছেলে এসেছিলেন পড়তে আশ্রমে।" ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩০৮ -১৩১৮ সালের ছাত্রদের যে তালিকা দেন, তাতে গৌরগোপাল ঘোষ আছেন। ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ যে পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের সূচনা হয় তারা হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরচন্দ্র নান, প্রেমকুমার গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ও অশোককুমার গুপ্ত। কাজেই বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একেবারে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে না হলেও, তার কিছু পর থেকেই গৌরগোপাল এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সাত বছরের গৌরগোপালের ফুটফুটে রং দেখে কবি তাঁকে আদর করে "গোরা" বলে ডাকতেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে সবাই তাঁকে "গোরা" বলতেন।

শান্তিনিকেতনে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক চর্চা, খেলাধুলা এবং শারীরিক কসরতের বিষয়ে প্রথম থেকেই জোর দেওয়া হত। কবির জীবনের আদর্শ "শিক্ষার মধ্যে ক্রীড়ার স্থান বড়" রূপায়ণে কবি প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডুর পাশাপাশি কুস্তি, জুজুতসু, জিমন্যাস্টিক্স, লাঠি খেলা, সাঁতার, ড্রিল, ব্যায়াম এবং পরবর্তী সময়ে বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস, বিদেশি খেলা ক্রোকে ইত্যাদির প্রচলন হয়। মরাঠি যুবক দত্তাত্রেয় বালসুব্রহ্মণ্যম কালেলকরের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের পরিচয় ঘটে ক্রিকেটের সঙ্গে। ব্রতীবালক ও ব্রতীবালিকা বিভাগও তৈরি হয়। আশ্রমে নিয়মিত বাতসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হত। ১৯০৫ সালে জাপান থেকে প্রশিক্ষক সানোসান জুজুতসু শেখাতে আসেন। অন্য সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে অত্যুতসাহী গৌরগোপালও তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নেন এবং বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ফুটবলেও গোরা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৯১০ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার কলেজে ভর্তি হন। কবি এই প্রাণবন্ত ছাত্রটির অভাব খুব অনুভব করতেন। ছোট ছেলে শমী কয়েক বছর আগেই প্রয়াত। ব্যথিত কবিহৃদয় গোরাকে যেন পুত্রস্নেহেই আগলে রাখত। গোরার শান্তিনিকেতন ত্যাগের সময় কবি সম্ভবত জোড়াসাঁকোয় রথীন্দ্রনাথের বিয়ে (২৭ জানুয়ারি ১৯১০) নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কবি তাঁকে চিঠিতে লিখছেন, "গৌর, আমার বড় ইচ্ছা ছিল তোমরা আশ্রম হইতে বিদায় লইবার সময় আমি উপস্থিত থাকিয়া তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিব। তাহার ব্যাঘাত ঘটিল। এতদিন পরে আজ তোমরা আশ্রম হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিতেছ একথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমাদের যে যথার্থ সম্বন্ধ সেইটিই তোমাদের চিত্তে শক্তিদান করবে ও তোমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবে। অতএব সংসারের পথে প্রাণপণ শক্তিতে চরিত্রকে সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিয়া চলিবে এই দক্ষিণা আমি তোমার কাছে চাই। তোমার জীবনে আমার চেষ্টা আমার কামনা ব্যর্থ হয় নাই ইহাই তোমাকে একান্ত যত্নে প্রমাণ করিতে হইবে..." রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমার বিয়ের পর শান্তিনিকেতনে তাঁদের প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে যে উৎসব-অনুষ্ঠান হয়, সেখানে গৌরগোপাল শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। বুকের উপর দিয়ে গরুর গাড়ির চাকা চলে যাওয়ার খেলাটিও তিনি সে দিন দেখিয়েছিলেন। গোরার এক চিঠির প্রত্যুত্তরে এক বার কবি লেখেন, "গোরা, তোমার চিঠি পেয়েছি।... যদি কোনো বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তাহলে আমাদের বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে চেষ্টা কোরো।" এই চিঠির মাত্র ন'দিনের মাথায় লেখা আর এক পত্রে পুনরায় কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা ধরা পড়ে, "গৌর, তুমি কেমন আছ, কি করিতেছ, আমাকে জানাইবে।... নববর্ষোৎসবের আর বিলম্ব নাই। তোমাদের সকলের নিকট আমার নিমন্ত্রণ রহিল।" কবির সঙ্গে গোরার এতটাই সখ্য গড়ে উঠেছিল যে, এই কিশোর জনৈক এক জন ছাত্রকে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য কবির কাছে সুপারিশ করেন। কবি সস্নেহে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ফিরতি চিঠির মাধ্যমে তাকে আশ্বস্ত করেন। ৫ আষাঢ়, ১৩১৭-র সেই চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, "তুমি যে ছেলেটির কথা লিখিয়াছ তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবে। মাসিক বারো টাকা লইয়াই তাহাকে এখানে রাখা স্থির হইয়াছে।"

ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে গৌরগোপাল কলকাতার কলেজে ভর্তির পরই তাঁর ফুটবল- প্রতিভা অনেকের নজরে আসে। গৌরগোপাল ১৯১০-১৪ পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবে ব্যাক হিসেবে খেলে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। রানী চন্দ জানিয়েছেন, "গৌরদা এক সময়ে মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন ছিলেন।" কলকাতার ক্লাবে তখন ব্রিটিশরাই বুট পরে খেলতেন। গৌরগোপাল ফুটবল দক্ষতা, শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিকতায় যে তাঁদের সমকক্ষ, এই পরিচয় দিতেই বুট পরে খেলা শুরু করেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা গোরাকে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক ভাবেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তারকনাথ লাহিড়ী জানাচ্ছেন, "আমাদের শান্তিনিকেতনে ফুটবল খুব ভাল খেলা হত। খেলা শেখাতেন সন্তোষদা। আমাদের ওখানকার অনেক খেলোয়াড়ই কলকাতার সব বিখ্যাত দলে খেলেছেন। গৌরদা মোহনবাগান দলে তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ বুট-পরা ব্যাকের খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁকে এবং সূর্যিদাকে (সূর্য চক্রবর্তী) না চেনে, ফুটবল খেলা যাঁরা ভালোবাসেন, এমন বোধহয় কেউ নেই। কলকাতা থেকে কত নামজাদা সব দল গেছেন সেখানে খেলতে, কিন্তু খুব কম দলই সেখান থেকে জিতে আসতে পেরেছেন।..." গৌরগোপাল ফুটবল খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি ডিগ্রি অর্জন করে তিনি আবার ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে গণিতের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তখনও ফুটবল অনুশীলনও সমান ভাবে চলত। কলকাতা থেকে ফুটবল দল শান্তিনিকেতনে এলে গৌরগোপাল শান্তিনিকেতনের হয়ে জার্সি, বুট পরে নেমে যেতেন। যখনই কলকাতার কোনও ক্লাব বা কলেজ আমন্ত্রিত হয়ে ফুটবল খেলতে আসতেন, তখন শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে গৌরগোপালকেও খেলতে হত। খেলা শুরু হওয়ার আগে গৌরগোপাল যখন গায়ে শান্তিনিকেতনের জার্সি, হাফপ্যান্ট পরে দু'পায়ে মোজা- সহ ফুটবল খেলার উপযোগী বুটজুতো পায়ে তাঁর বাসগৃহ থেকে বেরোতেন, ছেলেরা তাঁকে ঘিরে উল্লাস করত। খেলার মাঠে নেমে যখন বুট পায়ে তিনি ফুটবলটিকে আকাশে অনেকখানি তুলে বিপক্ষ সীমানায় ফেলতেন, তখন ছেলেদের চিতকার আর উল্লাসের সীমা থাকত না। সে যুগে খেলার সুবাদে গৌরগোপাল ছিলেন সকলের "হিরো"।

১৯২৭-১৯৩১ সাল পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের সচিবের দায়িত্ব সামলানোর পরই গৌরগোপাল ঘোষ সচিব পদে নিযুক্ত হন। আর এই সময়েই গোরার ব্যক্তিগত জীবনেও আরও বড় দায়িত্ব গ্রহণের ডাক আসে। শিল্পী মুকুল দে-র বোন এবং রানী চন্দর দিদি অন্নপূর্ণা বা বুড়ির সঙ্গ

সন্তান হারানোর যন্ত্রণা নিয়েই মালবাজারে বসে আছেন মিতালী

জলপাইগুড়ি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : সন্তান হারানোর যন্ত্রণা নিয়েই মালবাজারে বসে আছেন মিতালী অধিকারী। এক বছর আগে মাল নদীতে বিসর্জনের ঘটনা বলতে গিয়ে তাঁর মনে কার্যত ভেসে ওঠে এক অসহায় ছবি।

নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে পারলেও, বাঁচাতে পারলেন না বাড়ির আর এক ছেলেকে। সেই শোক আজও দগদগে ঘায়ের মত যেন বসে গিয়েছে মনে। মালবাজারের বর্ধিষ্ণু পাড়ায় বসবাস করেন অধিকারী পরিবার। এই পরিবারের সকলের সঙ্গেই মালবাজারের এলাকার মানুষের দারুণ পরিচয়। সেই অবস্থার কথা বলছিলেন মিতালী অধিকারী। স্বামী, ভাসুর, জা, ভাসুরের ছেলে, নিজের দুই সন্তানকে নিয়ে মাল নদীর ঘাটে ভাসান দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁর কথায়, "আমরা বাড়ির সকলে এক সঙ্গেই ভাসান দেখতে যাই। গতবারও গিয়েছিলাম। সবাই আনন্দ করেছি। স্থানীয়দের অনেকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি। যেহেতু ভাসানের জায়গা বদল করা হয়েছে, তাই আমরা অনেকেই চেয়েছিলাম ভাসানের জল মাথায় ছুঁয়ে আসতে।

সেইমতোই আমরা তখন ওখানে যাই। গাড়ি নামার রাস্তাও করা হয়েছিল। সে অর্থে জলও ছিল না। কারণ একদিকে বোল্ডার ফেলে নদীর স্রোত অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে মানুষ সেই দিকেই যাচ্ছিল। এরই মধ্যে নদীর জল যখন বাড়তে শুরু করে দেয়, তখনই মাইকে ঘোষণা করা হয়, সবাই নদী ছেড়ে উঠে চলে আসুন। আর তখনই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আমি আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে জলে পড়ে যাই। জলের স্রোতে আমার ছেলে ভেসে যাচ্ছিল। আমি ওর হাত ধরে আটকানোর চেষ্টা করি। আমার নীচে ও পড়ে যায়। এরপর আমাদের ওপর দিয়ে লোক চলে যাচ্ছিল।

এক পুলিশ কর্মী আমাদের টেনে তোলার চেষ্টা করলেও তিনি পারেননি। এরই মধ্যে আমার স্বামী চলে আসেন। ওই অবস্থায় তিনি আমাদের টানেন। এর মধ্যে অপর এক পুলিশ আমাকে পাঁজাকোলা করে তোলে। আমার স্বামী আমার ছোট ছেলেকে তুলে আনে।"

হামুনের জেরে বেশি ক্ষতি হয়েছে কক্সবাজারে

চট্টগ্রাম, ২৫ অক্টোবর, (হি.স.): বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'হামুন' বাংলাদেশের উপকূলের একাংশে অতি তীব্র আকার ধারণ করে। সাগরেই শক্তি বাড়ায় ঘূর্ণিঝড়টি। বাংলাদেশের উপকূলে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়ে। তা আছড়ে পড়ে চট্টগ্রামে। এই ঘূর্ণিঝড় হামুন একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। এর জেরে বেশি ক্ষতি হয়েছে কক্সবাজারে।

বুধবার ভোর রাতে হামুন চট্টগ্রামে আছড়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড় স্থলভাগে আছড়ে পড়তেই, তার দাপট শুরু হয়। এর জেরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এদিন সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ স্থলভাগে হামুন আছড়ে পড়ার পর দাপট দেখিয়ে ৬ ঘণ্টার মধ্যে ক্রমশ শক্তি হারায়। এর পর এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। হামুনের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঝড়বৃষ্টি চলে।

মাত্র কয়েকঘণ্টা নিজের প্রভাব দেখিয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'হামুন'। তাতেই বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি এবং মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে কক্সবাজারে তিন জন মারা গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সেখানের অতিরিক্ত জেলাশাসক বি কে দাশ।

মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের জিয়ানগর এলাকায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় আব্দুল খালেক(৩৮) নামের এক ব্যক্তি। গাছ পড়ে বদরখালীতে মৃত্যু হয় আসগর আলি নামে একজনের। মহেশখালীর বড়কুলাল পাড়াতে আর একজনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রবল বাতাসে কক্সবাজারের বিভিন্ন জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে। তাতে হলিডে মোড়, বাহারছড়া, বাংলাবাজার, হিমছড়ি সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটিও ভেঙে পড়েছে। ফলে একাধিক এলাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

হামুনের প্রভাবে উপকূল এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার রাতেই ওই এলাকার অনেক বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় প্রশাসন। এই সঙ্গে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বরিশালসহ বিভিন্ন এলাকায় নৌপরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দরেও কাজকর্ম বন্ধ করা হয়। 'হামুন' বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা অতিক্রম করার পর বরিশাল থেকে সব ধরনের নৌযান চলাচল শুরু হয়েছে বলে জানান বরিশাল নদীবন্দরের আধিকারিক আব্দুর রাজ্জাক।

প্রসঙ্গত, ভারতের আবহাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছে, এর অভিমুখ বাংলাদেশের দিকে থাকায় দক্ষিণবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই।

গভীর রাতে এক বিবাহিত ও তাঁর পুরুষ বন্ধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার, চাঞ্চল্য

বীরভূম, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দশমীর মধ্যরাতে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বীৎভূমের সিউড়ি আবদার এলাকা থেকে এক বিবাহিতা ও তাঁর পুরুষ বন্ধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম প্রিয়া দাস।

অচিন্ত্য দাস নামে গৃহবধূর স্বামী জানালেন, দশমীর রাতে পাড়ার প্যান্ডেলে এক সঙ্গে বসেছিলেন তাঁরা। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। ওই বন্ধুও ছিলেন। যে যুবকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বেরিয়েছিলেন, তিনি তাঁর স্কুলের বন্ধু। রাতে প্রত্যেকেই মদ্যপান করেন, তারপর হাইওয়ের ধারে চা পানের পরিকল্পনা করেছিলেন। স্বামীকে রেখে বন্ধুর বাইকেই চা খেতে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা।

অচিন্ত্যবাবু জানান, তিনি তাঁর স্ত্রীকে দাঁড়াতে বলেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি না দাঁড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ স্বামীর কাছে ফোন করেন মহিলার বন্ধু শেখ আসরাফুল। তিনি জানান, দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফোন পেয়ে যতক্ষণে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন, আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা জানান, মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছেন, মহিলার ব্যাগ থেকে নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পথ দুর্ঘটনার জেরেই এই ঘটনা।

যদিও পরিবারের লোক দুর্ঘটনার তত্ত্ব মানতে নারাজ। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি মেরে ফেলা হয়েছে মেয়েকে। এদিকে, দুর্ঘটনায় আহত মহিলার বন্ধুর বক্তব্য, যে জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মন্ত্রী "ঘনিষ্ঠ" ব্যবসায়ীর প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পেল ইডি

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের বেশ কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পেল ইডি। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে দাবি, বাকিবুর ও তাঁর আত্মীয়ের নামে ৯৫টি সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। যার আনুমানিক মূল্য ১০০ কোটি টাকা। বুধবার ইডি সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে।

ইডি সূত্রে দাবি, বাকিবুরের ১ হাজার ৬৩২ কাঠা জমির খোঁজ পাওয়া গেছে। যার বেশিরভাগই উত্তর ২৪ পরগনা ও বহরমপুরে। শুধু তাই নয়, পার্ক স্ট্রিট, রাজারহাট, বারাসাত ও রঘুনাথপুরে ৯টি ফ্ল্যাট রয়েছে বাকিবুরের। যার মোট আয়তন সাড়ে ৭হাজার বর্গ ফুটের বেশি বলে ইডি সূত্রে দাবি। রেজিস্ট্রার্ড সম্পত্তির পরিমাণ এত হলে, বেনামি সম্পত্তির পরিমাণ কত? তা ভাবাচ্ছে ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের।

প্রসঙ্গত, রেশন বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিল ইডি। সেই মামলায় কলকাতা লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার মোট ১২টি জায়গায় হানা দেয় ইডি। যার অন্যতম ছিল কৈখালিতে মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাট।

পাশাপাশি বাগুইআটির দশদ্রোণ এলাকায় বাকিবুরের শ্যালক অভিষেক দাসের ঠিকানাতেও হানা দেয় ইডি। ইডি সূত্রে দাবি, দুটি জায়গা থেকেই প্রচুর পরিমাণে নথি, মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এমনকি লুকিয়ে রাখা কয়েকটি মোবাইলও উদ্ধার করেছেন অফিসাররা।

টিকিট না পেয়ে ইডেনের সামনে বিক্ষোভ সিএবি সদস্যদের, ধর্নার হুমকি

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): বাংলার ক্রিকেট সংস্থার (সিএবি) টিকিট না পেয়ে বুধবার সকালে ইডেনের সামনে কিছু সদস্য বিক্ষোভ দেখান। সিএবি আগেই জানিয়েছে যে, সব সদস্য এ বারে টিকিট পাবেন না। অনলাইনের মাধ্যমে আগে টিকিট বুক করতে হবে। যে সদস্যরা আগে টিকিট বুক করতে পারবেন, শুধু তাঁদের টিকিট দেওয়া হবে। তাতেই চটেছেন টিকিট না পাওয়া সদস্যেরা।

সদস্যদের অনেকেই টিকিট পাননি। সেই নিয়ে ইডেনের ক্লাব হাউসের সামনে বিক্ষোভ সদস্যদের। এর আগেও এক বার বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তাঁরা। বুধবার এক সদস্য বললেন, "অনেকেই টিকিট পাননি। অনলাইনে প্রথমে সাইট খুলছিল না। পরে টিকিট বুক করা গেলেও অনেকের বুকিং আইডি আসেনি।"

অপর এক সদস্যর অভিযোগ, "পুজোর ঠিক আগে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হল অনলাইনে টিকিট কাটতে হবে সদস্যদের। ফলে অনেকেই সেই বিজ্ঞাপন দেখতে পাননি। সেখানে আবার প্রথমে ভুল ওয়েবসাইট দেওয়া হল। আমরা সকলে টাকা দিয়ে সদস্য হয়েছি। দীর্ঘ দিন ধরে আমরা সিএবি-র সদস্য। আমাদের যদি টিকিট না দেওয়া হয়, তাহলে সদস্য হওয়ার জন্য যে টাকা আমরা দিয়েছি, সেটা এখনকার মূল্যে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমরা এই সব কিছুর জবাব চাই। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টের সময় আমরা ধর্না দেব।" ইডেনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সিএবি-র তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছিল যে, সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী সিএবির সমস্ত সদস্যদের বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হবে। কিন্তু সেই টিকিটের সংখ্যা সীমিত। ইডেনে মোট পাঁচটি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বুক করতে হবে সিএবি-র সদস্যদের। সিএবি-র ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে হবে। সমস্ত সদস্যে ২১ অক্টোবর থেকে টিকিট বুক করতে পারবেন।

ডিভাইডারে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির, অল্পের জন্য রক্ষা পেলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত

দেহরাদুন, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির সঙ্গে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে আহত হয়েছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দেহরাদুনের হলদওয়ানি থেকে কাশিপুর যাওয়ার পথে। দুর্ঘটনায় রাওয়াত সামান্য জখম হন। চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্য শেয়ার করে জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিশ রাওয়াত। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাজপুরে। তবে দুশ্চিন্তার করার মতো কিছু হয়নি। তিনি এবং তার সহকর্মীরা ভালো আছেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁকে কাশীপুরের কেভিআর হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনায় মন্ত্রীর গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে হরিশ রাওয়াত তার গাড়িতে করে কিছু শ্রমিক নিয়ে হলদওয়ানি থেকে কাশীপুর যাচ্ছিলেন। রাত ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ বাজপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে একটি লোডার গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে মন্ত্রীর গাড়িটি ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এই ঘটনায় সামনের সিটে বসা হরিশ রাওয়াত আহত হন। এসএসপির নির্দেশে ঘটনাস্থলে আসেন সিও বাজপুর ভূপেন্দ্র সিং ভান্ডারি। সিও ভান্ডারি জানিয়েছেন, হরিশ রাওয়াতকে কাশিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হলদিয়ায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর মধ্যেই ঘর ভাঙচুর একে অন্যের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। হলদিয়ায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলের অভিযোগ এল। থানায় এফআইআর দায়ের করেছে দু-পক্ষ।

পুজোর আবহেও তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এল পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। এমনকী দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগও উঠেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর, গত জানুয়ারিতে হলদিয়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিষ্ণুরামচকে বিদ্যুৎ আসে। এবার সেখানেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ প্রকাশ্যে চলে এল।

কার্যত আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেছে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি শেখ আলম। এবং তমলুক সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সহ সভাপতি দেবপ্রসাদ মণ্ডলের গোষ্ঠীর। দলের ওয়ার্ড সভাপতির অভিযোগ, সহ সভাপতির এক অনুগামী, রাস্তা দখল করে বাড়ির সামনে বেড়া দিচ্ছিলেন। প্রতিবাদ করায় তাঁকে মারধর করা হয়েছে। বুধবার এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে দলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "দোষীরা শাস্তি পাবে"।

'ইন্ডিয়া' নয়; স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে দেশের নাম শুধুই 'ভারত', প্রস্তাব এনসিইআরটি-র

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : জল্পনা চলছিলই, সেই জল্পনা এবার সত্যি হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করে 'ইন্ডিয়া' ছেঁটে ফেলে শুধু "ভারত" নামটিকেই স্বীকৃতি দিতে পারেন বলে জল্পনা চলছে। এই আবহে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে 'ইন্ডিয়া' বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন এনসিইআরটি (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ) অনুমোদিত সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে নাম বদলের নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে।

এনসিইআরটি এক প্রস্তাবে জানিয়েছে, এনসিইআরটি অনুমোদিত সমস্ত স্কুল পাঠ্যপুস্তকে 'ইন্ডিয়া' নামটি ছেঁটে ফেলে 'ভারত' লেখার নির্দেশ দেওয়ার জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কমিটি সুপারিশ করেছিল। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ভারতের পৌরহিত্যে জি-২০ শীর্ষ বৈঠকে অংশ নেওয়া বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের কাছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ্যে আসার পরেই জল্পনা শুরু হয়, লোকসভা ভোটের আগে দেশের নাম শুধুই 'ভারত' করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকে কোনও চিঠি লিখলে তাতে চিরাচরিত ভাবে লেখা থাকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' কথাটি। কিন্তু জি-২০-র রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর চিঠিতে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' কথাটি লেখা হয়।

স্বচ্ছতা অভিযানের তৃতীয় পর্যায় বাতিল সামগ্রী থেকে ১৭৬ কোটি টাকা উপার্জন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযানের তৃতীয় পর্যায়ের অধীনে এখনও পর্যন্ত বাতিল সামগ্রী থেকে ১৭৬ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২১ এবং ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রচারাভিযানের আদলে চলতি মাসের ২ থেকে ৩১ তারিখের মধ্যে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে দেশজুড়ে অভিযান চালানো হয়। এই স্বচ্ছতা অভিযান নিয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, গত তিন বছরে ৭৭৬ কোটি টাকার বেশি ক্রমবর্ধমান রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে ময়লা ফেলার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, একটি বাসের আকারের একটি বড় যান তৈরি করা হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে রিসাইক্লিং অন হুইলস। তিনি বলেন, এটি অল্প সময়ের মধ্যে পুনর্ব্যবহার করে এবং কাঁচামাল বের করে যা কাগজ শিল্প এবং প্লাস্টিক শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি যোগ করেছেন, এটি নিষ্পত্তি করে একই সঙ্গে এটি সম্পদ তৈরি করে।

স্টক মার্কেটে বিশাল ধস, সেনসেক্স ৬০০ পড়ল, ৩ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : আবারও বড় পতন দেখা গেছে ভারতীয় শেয়ারবাজারে। দুপুরের আগেই ধস নামল। নিফটিতে এক শতাংশের বেশি পতন দেখা গেছে। সেনসেক্সের হালও একই হয়েছে। যার ফলে বুধের বাজারে রক্তাক্ত দেখিয়েছে দুই সূচক। মনে করা হচ্ছে, এই পতন আরও বাড়বে।

এদিন দুপুরের মুনাফা বুকিংয়ের কারণে সেনসেক্স ৬০০ পয়েন্টের বেশি এবং নিফটি ২০০ পয়েন্ট নীচে নেমে গেছে। মুম্বাই শেয়ার বাজারে সেনসেক্স ৬১১ পয়েন্টের পতনের সঙ্গে ৬৩,৯৪৭ পয়েন্টে এবং নিফটি ২০০ পয়েন্টের পতনের সাথে ১৯,০৮০ পয়েন্টে লেনদেন করছে। বাজারের এই পতনের কারণে বিনিয়োগকারীরা ৩ লাখ কোটি টাকা হারিয়েছে। আজকের বাণিজ্যে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ স্টকগুলিতে আবারও বিশাল পতন দেখা যাচ্ছে। এনএসই-এর মিড ক্যাপ সূচক ৪৩৪ পয়েন্ট এবং স্মল ক্যাপ সূচক ১২৩ পয়েন্ট কমে ব্যবসা করছে।

তারকেশ্বরে পাগলা কুকুরের আতঙ্ক

হুগলি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : হুগলির তারকেশ্বর পুরসভা এলাকায় পাগল কুকুরের তাণ্ডবে রীতিমত আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। বুধবার দুপুর পর্যন্ত সেটিকে ধরার খবর মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বিজয়ায় বিকেল ও সন্ধ্যার কুকুরটির কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

দশমীর বিকেলে স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্রই লোকজন ছিল চোখের পড়ার মতো। কোথাও প্রতিমা দর্শনের ভিড়। কোথাও আবার বিসর্জনের। একই ছবি দেখা গিয়েছে হুগলির তারকেশ্বরেও। এরই মাঝে বালিগড়ি ১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েতের মনোহরপুর কলাপুকুর, মাদপুর, মহেশপুর সহ একাধিক গ্রামে আচমকা এলাকাবাসীর উপর চড়াও হয় একটি পাগল কুকুর।

সূত্রের খবর, কমপক্ষে ৪০ জনকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। রেহাই পায়নি শিশু, মহিলা ও বয়স্করাও। প্রত্যেককে ছুটে এসে আক্রমণ করেছে সারমেয়টি। তাকে আটকাতে গেলে দ্বিগুণ তেজে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে লোকজনকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

স্বামীর শোকে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্ত্রীর

নদিয়া, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : স্বামীর মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলবার অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন স্ত্রী। সূত্রের খবর, বুধবার দুপুরেও তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছিলেন নদিয়ার বিকাশ হালদার। বগুলা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এক সপ্তাহ পরেও সুস্থ হচ্ছিলেন না দেখে জ্বর এবং গলা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে বগুলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় তাঁকে।

জ্বর না কমায় রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। রক্ত পরীক্ষার পর জানা যায়, তাঁর ডেঙ্গি হয়েছে। ডেঙ্গির চিকিৎসার জন্য তাঁকে বগুলা হাসপাতাল থেকে রানাঘাটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা অস্বাভাবিক হারে কমতে থাকায় তাঁকে বাইরে থেকে বেশ কয়েক দফা অনুচক্রিকা সরবরাহ করা হয়। তাতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় না। মঙ্গলবার বিকেলে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় বিকাশবাবুর। তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর। তাঁর মৃতদেহ হাঁসখালির বেনালি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছনোর পর শোকে ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী প্রীতি হালদার। স্বামীর মৃত্যু মেনে নিতে না পেরে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন প্রীতি।

পরিজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মঙ্গলবার গভীর রাতে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়ে প্রীতিকে। প্রীতির অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের এক সদস্য।

দশমীর রাতে মুর্শিদাবাদে শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল

মুর্শিদাবাদ, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দশমীর রাতে মুর্শিদাবাদে সামনে এল শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল। মাঝরাতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় অতর্কিতে হামলা চলে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে। লাঠিসোঁটা নিয়ে আচমকা তেড়ে আসে একদল যুবক। ভেঙে ফেলা হয় পাঁচিলে লাগানো আলো। এই ঘটনায় বুধবার সকালেও এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা।

সিসিটিভি-তে ধরা পড়ে সেই দৃশ্য। এই হামলার ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে আরও এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অপর এক ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ উঠেছে।

মুর্শিদাবাদের কান্দি পুরসভা এলাকার ঘটনা এটি। হামলা চালানো হয় ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গুরুপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। দুই পক্ষের অনুগামীদের হাতাহাতি এতটাই চরমে পৌঁছয় যে পুলিশকে গিয়ে লাঠি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

অভিযোগ, কাউন্সিলরের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালানো হয়। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুকন্যা দত্ত ঘোষের স্বামী সুপ্রিয় ঘোষের নেতৃত্বে গুরুপ্রসাদবাবুর বাড়িতে এই হামলা চলে বলে অভিযোগ উঠেছে। মূলত এলাকা দখল নিয়েই এই লড়াই বলে জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, নির্দল থেকে জয়ী হয়ে কাউন্সিলর হয়েছিলেন গুরুপ্রসাদবাবু। পরে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। এরপর থেকেই বিবাদ চলছিল বলে জানা গিয়েছে।

৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গুরুপদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুজো নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়েছিল। তার জেরেই আচমকা ৬০-৭০ জন মিলে হামলা চালায়। বাড়ির দরজা ও গেট ভাঙা সম্ভব না হলেও চারপাশে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুপদবাবুর দাবি, আইসি-কে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে সেই সময় একা ছিলেন কাউন্সিলর। তিনি বলেন, "তৃণমূলের একটা গোষ্ঠীর লোকজন মদ্যপ অবস্থায় এই কাজ করেছে।" তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব মানতে নারাজ কাউন্সিলর।

প্রতিটি মনুষ্য আত্মারই স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রাপ্য : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রতিটি মনুষ্য আত্মারই স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রাপ্য। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে আন্তঃবিশ্বাস সভায় ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বাড়াতে সহনশীলতা, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতির গুরুত্ব বোঝা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, মনুষ্য জীবনে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষকে স্বস্তি, আশা এবং শক্তি প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, প্রার্থনা এবং ধ্যান মানুষকে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং মানসিক স্থিতিশীলতা অনুভব করতে সহায়তা করে।

তিনি আরও বলেন, শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা এবং সত্যের মতো মৌলিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধই মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। রাষ্ট্রপতি বলেন, এ সব মূল্যবোধ বিহীন ধর্মীয় আচার মানুষের উপকার করতে পারে না। তিনি বলেন, প্রতিটি মনুষ্য আত্মারই স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রাপ্য। রাষ্ট্রপতির কথায়, তিনি বলেন, ভালোবাসা ও মমতা ছাড়া মানবতা টিকে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রপতি বলেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যখন একত্রে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে, তখন সমাজ ও দেশের সামাজিক কাঠামো শক্তিশালী হয়।

জ্ঞান ও শিক্ষা সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপান্তর প্রক্রিয়া : উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন আনতে সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপান্তর প্রক্রিয়া হল জ্ঞান ও শিক্ষা। বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বুধবার আইআইটি দিল্লির পড়ুয়াদের উ

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

পোষ্য কুকুর হঠাৎ আপনাকে এড়িয়ে চলছে কি?

বাড়িময় দৌড়ে বেড়াবে, ছুটবে, খেলবে, বাড়ি ফিরলে কোলে আসবে তবেই তো পোষ্য চোখের মণি হয়ে উঠবে। অনেকেরই পোষ্যের সঙ্গে আলাদা সখ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু ইদানীং কি পোষ্য আপনাকে এড়িয়ে চলছে কিংবা সারা ক্ষণ চুপচাপ থাকছে? তা হলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। শরীরের পাশাপাশি পোষ্যের মনে এবং আচরণেও কিন্তু বদল আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে কথা বলে কারণ উদ্ধার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু ঠিক কোন কারণগুলির জন্য পোষ্য এমন করতে পারে? জানা থাকলে পোষ্যকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সহজ হবে।

শারীরিক অসুস্থতা- শরীরের অন্দরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিজের মুখে বলতে পারে না পোষ্যরা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে শারীরিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। সেই কারণেও অনেক সময়ে আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। শরীর খারাপ হলে শারীরিক স্ফূর্তিও কমে আসে। এমন হলে পোষ্যের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। খাওয়ার পরিমাণ যদি আগের চেয়ে কমে গিয়ে থাকে, তা হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি।

মানসিক উদ্বেগ- শরীর খারাপের পাশাপাশি পোষ্যের মনেও কিন্তু কোনওসমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগে থাকলে এমন হতে পারে। জোরে কোনও শব্দ, পোষ্যের সঙ্গে বাকিদের আচরণ এবং আরও অনেক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে পোষ্যে। সেখান থেকেই জন্ম নিতে পারে ভয়। সেই ভয়ের কারণেই হয়তো আপনার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে।

রুটিনের পরিবর্তন- পোষ্যদের রোজের রুটিনে কোনও বদল এলেও এমন সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক চলার পর হঠাতপরিবর্তন এলে সমস্যায় পড়তে পারে পোষ্যরা। সেখান থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

অতীতের স্মৃতি- কখনও কোনও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সহজে ভুলতে পারে না পোষ্যরা। মাঝেমাঝেই অতীতের সেই স্মৃতি জেগে ওঠে। আপনার সঙ্গে পোষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধির সেটাও একটি কারণ হতে পারে। খারাপ কোনও স্মৃতি যদি নতুন করে পোষ্যের মনে জাঁকিয়ে বসে, তা হলে অনেক সময়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। তবে কিছু দিন সময় দিলে পোষ্য ঠিক হয়ে যেতে পারে।

অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত লাগে?

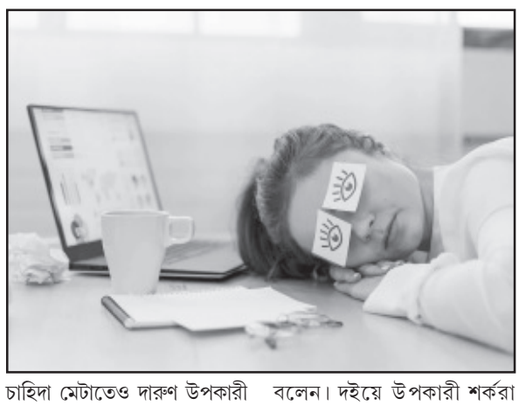

অফিসের প্রচণ্ড ব্যস্ততায় তো বটেই, এমনকি ছুটির দিনেও ক্লান্ত লাগে সারা ক্ষণ। অনেকের ঘুম থেকে ওঠার পরেও সবচেয়ে বেশি ক্লান্তি ঘিরে ধরে। শরীরের উপর একটানা ধকল গেলে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য দীর্ঘ বিশ্রাম কিংবা বিরতির প্রয়োজন হয়। তা না হলে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে। শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে গেলেও অনেক সময় সারা ক্ষণ ক্লান্ত লাগে। তবে কারণ যা-ই হোক, ক্লান্তি দূর করতে খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিলেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। কোন খাবারগুলি নিয়মিত খেলে ক্লান্তি কেটে স্ফূর্তি আসবে শরীরে?

ড্রাই ফ্রুটস: শরীরের ক্লান্তি দূর করতে এক মুঠো ড্রাই ফ্রুট দারুণ কাজে দেয়। খিদে পেলে ভাজাভুজি না খেয়ে কাঠবাদাম, কিশমিশ,আখরোট, পেস্তা, খেজুরের মতো ড্রাই ফ্রুট খেতে পারেন। ১০০ গ্রাম ড্রাই ফ্রুটে ৩৫৯ ক্যালোরি থাকে। শরীরে আয়রনের চাহিদা মেটাতেও দারুণ উপকারী ড্রাই ফ্রুটস।

ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকোলেটে থেরোব্রোমাইন ও ক্যাফিন থাকে। শরীরে তাতণিক শক্তির জোগান দিতে এই দুই উপাদানের জুড়ি মেলা ভার। তাই ক্লান্ত লাগলে মুখে ডার্ক চকলেট পুরে দিলেই হবে মুশকিল আসান।

টকদই: বর্ষাকালেও গরমের হাত থেকে রেহাই নেই। একটু বাইরে বেরোলেই শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। এই সময়ে পুষ্টিবিদরা টক দই খেতে বলেন। দইয়ে উপকারী শর্করা গ্যালাকটোজ আর ল্যাকটোজ থাকে। এই উপাদানগুলি শরীরে শক্তির চাহিদা মেটায়। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় দই রাখলে শরীর চাঙ্গা থাকবে।

ডিম: রোজের ডায়েটে ডিম রাখাও ভীষণ জরুরি। ডিম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিনের ভাল উত। একটি ডিমে সাত গ্রাম ফ্যাট ও ৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর ডিম খেলে শরীরে স্ফূর্তি আসে।

জিমে না গিয়ে ঘরে বসেই কমবে ওজন

সারা বছর ওজন নিয়ে সচেতন থাকলেও, পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেন অনেকেই। কঠোর ডায়েট, বাইরের খাবার খাওয়া থেকে শতহস্ত দূরে থাকা বাদ দেন না কিছুই। অনেকেই আবার পুজোর শপিং ছেড়ে জিমে গিয়েই কাটিয়ে দেন অনেকটা সময়। তাতে যে চেহারায় বিপুল পরিবর্তন আসে, এমনও নয়। উপরন্তু সময় নষ্ট।

রোগা হওয়ার জন্য সব সময়ে জিমে যেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। বাড়িতে বসেও কয়েক দিনের মধ্যেই ওজন ঝরানো সম্ভব। শুধু মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

ভারী জলখাবার খাওয়া

সকালের খাবারের উপর নির্ভর করে সারা দিনের শরীরের হালচাল। রাতের খাবারের পর প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা পেট খালি থাকে। তাই সকালে তাড়াতাড়ি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে জলখাবার খাওয়ার অভ্যাসে হজমশক্তির উন্নতি ঘটে। বাড়তি মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণা বলছে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) বেড়ে যেতে পারে। আর বডি মাস ইনডেক্স বেড়ে যাওয়ায় অর্থ ওজন বৃদ্ধি। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ছ"ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম পর্যাপ্ত হলে শুধু ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর। নিয়ন্ত্রণে থাকবে ওজন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়া

ওজন কমানোর পথে প্রক্রিয়াজাত খাবার একটি বড় বাধা। ওজন কমাতে চাইলে এ ধরনের খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত, প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যবহৃত নানা উপাদান ওজন বাড়িয়ে তোলে ও নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া

ওজন ঝরাতে সব সময়ে ডায়েট করা জরুরি নয়। স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার খেয়েও কিন্তু মেদ ঝরানো যায়। তাই কার্বজাতীয় খাবার কম খেয়ে প্রতি দিন ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

গরম জলে স্নান করা

৩০ মিনিট শরীরচর্চা করলে যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ে, তা শুধু গরম জলে স্নান করেই পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার সময়ে শরীরে যে পরিমাণ তাপ উতন্ন হয়, গরম জলে স্নান করলেও তা পাওয়া সম্ভব। শরীরের ভিতরে উতন্ন এই তাপই দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারে।

মুড ভাল নেই?

কথায় আছে মেজাজই আসল রাজা। অর্থাৎ মেজাজ বা মানসিক স্থিতি ঠিক না থাকলে কোনও কিছুই ঠিক থাকে না। আর মেজাজ শুধুমাত্র আপনার নিজের স্বাস্থ্যকেই প্রভাবিত করে না, এটি আপনার চারপাশের লোকদেরও প্রভাবিত করে। আর আজকাল কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষের জীবনে চাপের শেষ নেই। অফিস, বাড়ি সব সামলাতে-সামলাতে একপ্রকার নাজেহাল হয়ে পড়তে হয়। তাই মুডও খুব একটা ভাল থাকে না। মেজাজ ভাল রাখতে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তো? নজর দিন ডায়েটে। এমন বেশকিছু খাবার রয়েছে যা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। কী সেগুলি? আসুন জেনে নেওয়া যাক

আসলে, আমাদের মেজাজও হরমোনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন মানুষ তাঁর পছন্দের কোনও কাজ করেন যেমন, গান শোনা বা সিনেমা দেখা ইত্যাদি তখন ডোপামিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আবার এমন কিছু কিছু খাবার রয়েছে যা খেলে সেরোটোনিন বৃদ্ধি পায় যা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো মেজাজ সতেজ রাখতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট:- আপনি যদি শরীরে সুখী হরমোনের ক্ষরণ বাড়াতে চান তবে ডার্ক চকোলেট একটি খুব ভাল বিকল্প। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মেজাজ ভাল রাখতে সাহায্য করে। তবে সীমিত পরিমাণে খান।

বাদাম এবং বীজ:- বাদাম, চিনাবাদাম, আখরোট, সূর্যমুখী বীজ, তিল বীজ, কুমড়ার বীজ ইত্যাদি বেশি করে খাবেন। এটি সেরোটোনিনের উৎপাদন বাড়ায়, যা মানসিক স্থিতি ঠিক থাকে। এছাড়াও বাদামের এবং বীজের আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

পালং শাক:- ডায়েটে ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের মতো পুষ্টিতে সমৃদ্ধ পালং শাক যোগ করুন। অনেক সময় ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিও উদ্বেগ ও মানসিক চাপের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে। পালং শাক সেরোটোনিনের মাত্রা উন্নত করে, যা মেজাজ উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই বেশি করে পালং শাক খান।

আপেল:- আপেল হার্ট সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই ফল মেজাজ ভাল রাখতেও সাহায্য করে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে ডায়েটে আপেল যোগ করুন।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোন খাবার রোজ খাবেন?

রক্তচাপ বেড়ে গেলে বাড়তি সতর্কতা মেনে চলতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে প্রতিদিন ওষুধ খেতেই হবে। একদিনও ওষুধ বাদ দিলে বাড়তে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপই হৃদরোগ ডেকে আনে। তবে, শুধু খেয়েই যে রক্তচাপকে বশে রাখা যায়, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বেশি হেরফের না হলেও, কাঁচা নুন খাওয়ার প্রতি রাশ টানেন অনেকেই। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা যাতে হেরফের না হয়, তার জন্যই খাবারে নুনের পরিমাণ কমানো দরকার। তবে, শুধু নুন খাওয়া কমালেই হবে না, জাঙ্ক ফুডের প্রতিও আসক্তি কমাতে হবে। কিন্তু কোন খাবার রোজ খেলে রক্তচাপের সমস্যা বশে থাকবে, জানেন?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে লাইফস্টাইলে বদল আনতে হবে। বেশ কিছু খাবার যেমন ডায়েট থেকে বাদ দেবেন, একইভাবে, কিছু খাবার যোগও করতে হবে। হাইপারটেনশনের ডায়েটে তাজা ফল, শাকসবজি থাকেই। কিন্তু দই রাখেন কি? দই হল এমন একটি খাবার, যা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপের সমস্যায় উপযোগী দই।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের এপিডিমায়োলজি ও লাইফস্টাইলে ২০১৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, যেসব মহিলা সপ্তাহে পাঁচ বা তার বেশি বার দই খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কম। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তাই দই খেয়ে আপনি এই স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারেন। রোজের ডায়েটে দই রাখলে এটি একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রদান করে। দইয়ের মধ্যে ভিটামিন বি১২, ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। তাছাড়া এই খাবার প্রোটিনের সমৃদ্ধ উৎস। যদিও দই জনপ্রিয় এর প্রোবায়োটিক উপাদানের জন্য। দই খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে, দই সরাসরি উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে না। দইতে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপযোগী। এছাড়া দইতে ক্যালশিয়াম থাকে, যা মাংসপেশি গঠনে এবং হার্টের পেশির জন্য ভাল। দই খাওয়ার উপকারিতা হল, এটি ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেহেতু ওবেসিটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তাই ওজন কমিয়ে আপনি এই রোগের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন। এভাবেই দই হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে উপযোগী। কিন্তু আপনাকে লো-ফ্যাট দই খেতে হবে। দইতে কোনও চিনি মেশালে চলবে না। রোজ একবাটি করে দই খেলেই আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সবজি খেয়ে সুগার কমার বদলে বেড়েও যেতে পারে

ছোট থেকে সকলেই শুনেছেন যে তাজা শাকসবজির গুণ বেশি। রোগকে দূরে রাখতে গেলে পাতে শাকসবজি থাকা দরকার। এমনকী ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ওষুধও শাকসবজির মধ্যে লুকিয়ে। উচ্চে, করলা, ঢ্যাঁড়শ, ব্রকোলি, শসা, মুলোর মতো বিভিন্ন সবজি ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় উপযোগী। এগুলো ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ হয়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। অনেক সময় সবজি খেয়েও আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন। এমন অনেক সবজি রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের রোগীদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যে সবজিতে স্টার্চ ও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা ডায়াবেটিসের জন্য উপযুক্ত নয়। কোন-কোন আনাজ খেলে রক্তে সুগার লেভেল বাড়তে পারে, রইল তালিকা।

আলু: অনেকের মুখেই শুনেছেন নিশ্চয়ই, ডায়াবেটিসের রোগীদের আলু খাওয়া নিষিদ্ধ। আলুর গ্লাইসেমিক সূচক অনেক বেশি। এটি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বুঝেশুনে আলু খাওয়াই ভাল।

মিষ্টি আলু: সাধারণ আলুর চেয়ে রাঙা আলু বেশি উপকারী। কিন্তু রাঙা বা মিষ্টি আলুর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের মিষ্টি আলুও সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। নাহলে বাড়তে পারে সুগার লেভেল।

ওল: গরম ভাতে সর্ষে দিয়ে মাখা ওল সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে? কিন্তু খাবার ডায়াবেটিসের রোগীদের একটু এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। মাটির নীচের এই আনাজে স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এতে হঠাৎ শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। মিষ্টি আলুর মতো এটিও আপনার স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

কচু: মিষ্টি আলু, ওলের মতো কচুও মাটির নিচের ফসল। এই সবজিতেও স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এটি ইনসুলিনের মাত্রার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের সীমিত পরিমাণে কচু খাওয়া উচিত।

বিটরুট: মাটির নিচের সবজি বিটরুটও। এই সবজি পুষ্টিতে ভরপুর হলেও ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। যদিও বিটরুটের রস রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই অল্প পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

কাঁচকলা: ডায়াবেটিসের রোগীরা পাকা কলা খেলেও, কাঁচকলা থেকে সাবধান। কাঁচকলার মধ্যেও ভরপুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে। কিন্তু এতে স্টার্চের পরিমাণও বেশি। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

গাজর ও কড়াইশুঁটি: সুগার থাকা সত্ত্বেও রোজের খাদ্যতালিকায় গাজর, কড়াইশুঁটি থাকে? এগুলো স্বাস্থ্যকর সবজি, গ্লাইসেমিক সূচকও কম। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীদের এগুলো কম পরিমাণে খাওয়া উচিত।

শরীর চাঙ্গা করতে একমাত্র ভরসা লাল আঙুর

ফল খাওয়া শরীরের জন্য জরুরি। আর এই পুষ্টিকর ফলের তালিকায় রয়েছে আঙুর। তবে শুধু আঙুর খেলেই হবে না, বেছে নিতে হবে তার রঙও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে লাল রঙের আঙ্গুর সবচেয়ে পুষ্টিকর। লাল আঙুরের রয়েছে বেশ ভরপুর পুষ্টি। ইউরোপের দেশগুলোতে লাল আঙুর বেশি জনপ্রিয়। তা থেকেই তৈরি হয় রেড ওয়াইন। কিন্তু ভারতে লাল আঙুরের প্রচলন কম। মানুষ এই আঙুর সম্পর্কে খুব একটা জানেনও না। কিন্তু লাল আঙুর এক কথায় গুণের খনি। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট,ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন। এছাড়া এক কাপ লাল আঙুরে রয়েছে ৫২ ক্যালরি, ১ গ্রাম প্রোটিন, ০ গ্রাম ফ্যাট, ১৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১ গ্রাম ফাইবার। এই বিশেষ আঙুরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি বহু রোগের ঝুঁকি কমায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক লাল আঙুরের উপকারিতা সম্পর্কে।

নিয়মিত লাল আঙুর খেলে হার্ট সংক্রান্ত সব ধরনের জটিলতা দূর হয়। লাল আঙ্গুরে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রক্তনালীগুলিকে শিথিল করে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতে যেকোনো ধরনের প্রদাহ কমায়। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ-

লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি রক্তে শর্করা বাড়ায় না বরং কমায়। কারণ লাল আঙুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুবই কম। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি ব্লাড সুগার বাড়াতে দেয় না।

ওজন কমাতে--- যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের জন্য লাল আঙুর খুবই উপকারী। লাল আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে যা খিদে কমিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে জল রয়েছে থাকে যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। যাঁরা ওজন কমাতে চান তাঁদের লাল আঙ্গুরের রস পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

দৃষ্টিশক্তির জন্য- লাল আঙ্গুর নিয়মিত সেবন চোখ সুস্থ রাখে। লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। এছাড়া লাল আঙুরে উপস্থিত ফ্ল্যাভোনয়েড চোখের কোষকে শিথিল করতে সাহায্য করে।

সময়ে খেলেও বাড়তে পারে ওজন

ঘড়ি ধরে খাওয়াদাওয়া করার কিছু উপকারিতা আছে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে গ্যাস-অম্বলের ঝুঁকি কমানো সময় মেপে খাওয়াদাওয়া করলে অনেক রোগবালাই থেকেই দূরে থাকা যায়। তবে শুধু সময়মতো খেলেই হবে না। বিশেষ করে রাতের খাবার খাওয়ার পর কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। রাতের খাবার খাওয়ার পর অনেকেই সোজা ঘুমোতে চলে যান।

আবার কেউ জেগে থাকেন দীর্ঘ ক্ষণ। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, রাতের খাবার খাওয়ার পর কিছু অভ্যাস ত্যাগ করা জরুরি। না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। নৈশভোজের পরের মুহূর্তে কোন কাজগুলি করবেন না?

ঘুমিয়ে পড়া রাতের খাবার খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়বেন না। খাওয়ার পর শুয়ে পড়লে হজমের গোলমাল হবে। তাই খাওয়ার পর কিছু ক্ষণ হাঁটাচলা করুন। টিভি দেখতে পারেন কিংবা অন্য কোনও কাজ। তবে খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়লে হজমজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভাজাভুজি না খাওয়া রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকেই সিনেমা, সিরিজ দেখতে বসেন। ঘুমোতে যেতে স্বাভাবিক ভাবেই দেরি হয়ে যায়। সিনেমা দেখার ফাঁকে খিদে পেলে অনেকেই টুকটাক ভাজাভুজি খাবার খেয়ে নেন। এই অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর। মাঝরাতে তেলেভাজা খেলে ওজন বাড়তে পারে।

জল খাওয়া এমনিতেই খাবার খাওয়ার সময় জল খেতে বারণ করেন পুষ্টিবিদেরা। রাতের খাবার খাওয়ার সময় এই নিয়ম আরও বেশি করে মেনে চলা জরুরি। রাতে খাবার সহজে হজম হতে চায় না। খাওয়ার সময় জল খেলে আরও মুশকিল হতে পারে। খাবার খেয়ে উঠেই জল খাওয়াও উচিত নয়। রাতের খাবার খাওয়ার কিছু ক্ষণ পর বরং জল খান। তাহলে শরীর ভাল থাকবে। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বাড়িতে তৈরি স্বাস্থ্যকর স্যুপও হবে সুস্বাদু

সর্দি-কাশিতে দ্রুত স্বস্তি পেতে কিংবা রোগা হওয়ার ডায়েটে স্যুপের মতো উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর খাবার কমই আছে। তা ছাড়া, স্যুপ বানাতেও বিশেষ সময় লাগে না। চটজলদি তৈরিও হয়ে যায়। দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখতেও স্যুপের জুড়ি মেলা ভার। তবে স্যুপ আরও স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু করে তোলার কয়েকটি উপায় রয়েছে। জানা থাকলে স্যুপ খেয়েই মন এবং শরীর ভাল হয়ে যেতে বাধ্য।

ডাল দিয়ে তৈরি করুন- চিকেন, সব্জি এবং আরও অনেক কিছু দিয়েই স্যুপ তৈরি করা যায়। তবে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গে নিতে হলে বানাতে পারেন ডাল দিয়ে। মুসুর ডাল হেঁশেলে মজুত করা থাকেই। ডাল দিয়ে বানাতে পারেন স্যুপ। এতে ফিট থাকবে শরীর।

লেবুর রস দিন- নুন, তেল, মশলা ছাড়াও রান্নায় স্বাদ আনতে পারে লেবুর রস। স্যুপ সুস্বাদু করে তুলতে লেবুর রস দিতে পারেন। লেবুর রসে ভিটামিন সি রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। স্যুপের সঙ্গে খেতে তো ভাল লাগেই, সেই সঙ্গে শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতিও পূরণ হয়।

সব্জি দিতে পারেন- স্যুপ সুস্বাদু করে তুলতে সব্জি দিতে পারেন। গাজর, বিন্স, ব্রকোলির মতো রঙিন সব্জি যদি স্যুপে দেন তাহলে দেখতে তো ভাললাগবেই, খেতেও মন্দ লাগবে না। সব্জি যে শরীরের যত্ন নেয়, তা বলা বাহুল্য। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎসক, সব্জি খাওয়ার পরামর্শ দেন সকলেই। স্যুপে সব্জি দিয়ে খেলে খারাপ লাগবে না।

মশলা- মশলা মানেই তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তা কিন্তু নয়। এমন অনেক মশলা আছে যেগুলি শরীরের যত্ন নেয়। তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল গোলমরিচ। স্যুপ তৈরির সময় ছাড়াও বাটিতে নামানোর পরেও উপর থেকে খানিকটা গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন। খেতে তো ভাল লাগবেই, সেই সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

দশমির দিনে আগরতলা পুর নিগমের কর্মীদের সহায়তায় এই ভাবে চলে দিনভর দেবীর বোধন। ছবি - নিজস্ব

চার পুজোকে দুর্গারত্ন সম্মান দিচ্ছে রাজভবন

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, (হি.স.): মঙ্গলবার বিজয়া দশমীর রাতে সেরা চার 'দুর্গারত্ন' পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হল রাজভবনের পক্ষ থেকে। রাজভবনের তরফে পুরস্কৃত করা হবে চারটি পুজোকে।

রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, আলো ও ছায়ার সৃজনমূলক ব্যবহারের কারণে পুরস্কার পাচ্ছে কলকাতার টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপ। জাঁকজমক ও বিশালত্বের নিরিখে পুরস্কৃত করা হচ্ছে কল্যাণী আইটিআই পুজো মণ্ডপকে। পরিবেশ সচেতনতার জন্য পুরস্কৃত করা হচ্ছে বরানগরের বন্ধুদল স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ।

থিমের নতুনত্বে পুরস্কার জিতে নিয়েছে নেতাজি নগর (লো ল্যান্ড)-এর পুজো মণ্ডপ। চারটি পুজোকে সাধারণ মানুষের ভোটের ভিত্তিতে বেছে নেওয়া হল বলে জানিয়েছে রাজভবন। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার মূল্যের পাঁচ লক্ষ টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, আগেই রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সেরা পুজোকে 'দুর্গারত্ন' পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

খেলাকে কেন্দ্র করে টিএমসি ও কংগ্রেসের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র মালদা, জখম ৩

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, (হি.স.): খেলাকে কেন্দ্র করে পুরনো অশান্তির জেরে বুধবার একাদশীর সকালে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদার চাঁচল। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জখম হয়েছেন তিনজন।

ঘটনার সূত্রপাত মহালয়ার দিনে। ওই দিন চাঁচলের কলিগ্রামে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ওই খেলাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি বেঁধেছিল। তার মধ্যে একটি ছিল পঞ্চায়েত প্রধান রেজাউল খানের গোষ্ঠী। দুই দলের অশান্তি হাতাহাতির পর্যায়েও পৌঁছয়। তবে তা মিটেও যায়।

এর পর প্রধানের গোষ্ঠীর তরফে বিপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অষ্টমীর রাতেও তুমুল অশান্তি হয় এলাকায়। অভিযুক্তদের দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে নবমীতে রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ।

সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বুধবার সকালে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার চাঁচলের কলিগ্রাম। অভিযোগ, রেজাউল খানের ভাইকে মারধর করে কংগ্রেসের সদস্যরা। এর পরই তৃণমূল ও কংগ্রেসের অশান্তিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। আয়ত্তে আনে পরিস্থিতি। তবে ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও এখনও থমথমে এলাকা।

সুশীল সমাজ ছাড়া কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব নয় : যোগী আদিত্যনাথ

গোরক্ষপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): সুশীল সমাজ ছাড়া কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের এক অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'সুশীল সমাজ ছাড়া কোনও দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। একটি দেশ যদি উন্নতি করতে চায়, তাহলে সেই দেশকে "সমর্থ" (সক্ষম) হতে হবে এবং, যদি এটি সক্ষম হতে চায়, তাহলে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থাকে "সংস্কৃতিযুক্ত" হতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বিভিন্নভাবে অক্ষম শিশুদের সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করেছেন এবং গোরক্ষপুরের ব্লক রিসোর্স সেন্টার অফ স্কুলে আইসিটি ল্যাব এবং স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'সবাই দেখতে পাচ্ছেন, একটি শিশু একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হল, তিনি নিজ ছাত্রদের দেশের প্রতি নিবেদনের অনুভূতি নিয়ে কতটা সক্ষম করে তোলেন। এটি তাঁর কৃতিত্ব হওয়া উচিত।'

বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, তদন্ত শুরু পুলিশের

বালুরঘাট, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। বুধবার সকালে বালুরঘাট শহরের সাহেব কাছারি এলাকায় দেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম রুদ্র বিশ্বাস (২৭)। বাড়ি বালুরঘাট শহরের উত্তমাশায়। তিনি পেশায় টোটো চালক।

বালুরঘাট থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। যুবকের পরিবারের লোকেদের খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে গিয়ে দেহ শনাক্ত করেন। কীভাবে ওই যুবকের দেহ আত্রেয়ী নদীতে এল, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। পরিবার সূত্রের খবর, গতকাল রাত থেকেই ওই যুবক নিখোঁজ ছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় পুরনো শত্রুতার জেরে মারধর, আহত তিন

রাজগড়, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় কুড়ুল ও লাঠির আঘাতে আহত হন তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে, মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার ভোজপুর থানা এলাকার বেদরা গ্রামে। পুরোনো বিরোধের জেরে গ্রামের তিনজন আহতকে লাঠি ও কুড়ুল দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এতে একই পরিবারের তিনজন আহত হয়। বুধবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বেদরা গ্রামের বাসিন্দা মোহন (৪৫) নামক এক ব্যক্তি জানান, তাঁকে চম্পালাল, বদরিলাল, হীরালাল ও পাঁচুলাল নামক চারজন গালিগালাজের সঙ্গে কুড়ুল ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এরফলে মোহন, মাঙ্গীলাল ও ভাতিজা বিরাম তানওয়ার নামক তিনজন গুরুতর আহত হয়। মারধরের সময় হত্যার হুমকি দিয়ে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। অভিযোগকারীর রিপোর্টের ভিত্তিতে, পুলিশ অভিযুক্ত ভাইদের বিরুদ্ধে ২৯৪, ৩২৩, ৩২৪, ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধান খেতে লোকালয়ে এসে বিপত্তি, আলিপুরদুয়ারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হাতির

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): ধানের লোভে লোকালয়ে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পূর্ণবয়স্ক হাতির। দশমীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের উত্তর মেন্দাবাড়ি গ্রামে। বুধবার সকালে হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পৌঁছন চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কয়েকদিন ধরেই ধানের লোভে চিলাপাতা বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে হাতি হানা দিচ্ছে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে।

মঙ্গলবার রাতেও হাতি হানা দেয় উত্তর মেন্দাবাড়ি গ্রামে। সেই সময় কোনওভাবে হাতির শুঁড় লেগে যায় বিদ্যুতের তারে। তাতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় হাতিটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চিলাপাতা রেঞ্জের মেন্দাবাড়ি বিটের বনকর্মীরা। বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান বন কর্মীদের। এদিকে, হাতির মৃত্যুর খবর ছড়াতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা।

চোপড়ায় দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি, নগদ টাকা ও গয়না নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দশমীর রাতে দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায়। মঙ্গলবার রাতে দাসপাড়ার স্কুলপাড়া এলাকায় মিহির দাস ও অরুণ দাস নামে দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করার পাশাপাশি নগদ টাকা, গয়না নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। বিষয়টি চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশকে জানানো হয়েছে।

দশমিতে মায়ের বোধনে এই ভাবে চলে বধূদের সিঁদুর খেলা। ছবি- নিজস্ব।

একাদশীতেও বিসর্জনের প্রস্তুতি গঙ্গার নানা ঘাটে

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, (হি.স.): দশমীর বিকেল থেকেই বেজে উঠেছে বিসর্জনের বাজনা। কলকাতার বিশেষ কয়েকটি বারোয়ারি পুজো এখনও দশমীতে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা মেনে আসছে। এছাড়া বাড়ি ও আবাসনের পুজোর প্রতিমা সাধারণত দশমীতেই বিসর্জন দেওয়া হয়।

তবে কলকাতার বেশিরভাগ বারোয়ারি পুজোর বিসর্জন হয় নি দশমীতে। তার উপর নবমীর মধ্যে যাদের ঠাকুর দেখা শেষ হবে না, সেই দর্শনার্থীদের ভিড় আছে বড় মণ্ডপগুলিতে। তাই একদিকে যেমন কলকাতার বড় মণ্ডপগুলিতে থাকবে পুলিশি ব্যবস্থা, তেমনই প্রত্যেকটি ঘাটেও আছে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ।

এবারে দশমী থেকে দুর্যোগের পূর্বাভাস ছিল। ফলে বিসর্জনের সময় ঘাটগুলিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। বুধবার অবশ্য সেই আশঙ্কা কেটে গিয়েছে। শহরে প্রায় ৩৪টি ঘাটে বিসর্জন চলে। এছাড়া লেক ও জলাশয় মিলিয়ে ৪০টি জায়গায় প্রতিমা নিরাঞ্জন হয়।

লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই পুরসভার কর্তাদের সঙ্গে পুলিশকর্তারাও ঘাট পরিদর্শন করেছেন। পরিষ্কার রাখা হয়েছে সবকটি ঘাট। একইসঙ্গে বিসর্জনের জন্য দক্ষিণ শহরতলি ও বেহালা অঞ্চলের মোট ৪০টি পুকুর, সরোবর ও ঝিল শনাক্ত করা আছে। সেগুলিতেও থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা।

নিরাপত্তার জন্য হাওড়ার দিকের ঘাটগুলির আশপাশে টহল দেবে কলকাতার জল পুলিশ। ১৮টি লাইফ সেভিং বোট থাকছে। বিসর্জন চলাকালীন মাইকের প্রচারে সচেতন করা হবে।

হুগলি নদীর অপর পাড়ে, বেশ কিছু ঘাটে কাঠামো তোলার জন্য ক্রেন রাখা হয়েছে। এরই সঙ্গে পুরকর্মীরা নিজেরাও কাঠামো তুলছেন। কাঠামো ভাসান দেওয়ার জন্য সমস্ত ঘাটে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ঘাটই হাওড়া কর্পোরেশনের তরফে রং করে ঝাঁ চকচকে করা হয়েছে। কিছু ঘাট মেরামত করে দেওয়া হয়েছে।

সব ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর সেগুলি দ্রুত তুলে এনে পুরকর্মীরা ঘাটের পাশেই রাখছেন। পরে ভোর ৩টে থেকে সেগুলি আবার গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘাট পরিষ্কার করে দিচ্ছেন এজেন্সির লোকেরা। পুরকর্মীদের সঙ্গে প্রতিটি ঘাটেই স্বাস্থ্য দফতর থেকে একটি করে মেডিক্যাল টিম রাখা হচ্ছে।

রাঁচিতে সংকল্প যাত্রার সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নাড্ডা

রাঁচি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ২৮ অক্টোবর, শনিবার ঝাড়খণ্ডে বিজেপির সংকল্প যাত্রার সমাপনী কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নাড্ডা ঝাড়খণ্ড মিশন ২০২৪-এর জন্য প্রস্তুত হতে সকলকে বার্তা প্রদান করবেন।

২৮ অক্টোবর সকাল ১১টা থেকে রাঁচির হারমু ময়দানে রাজ্যব্যাপী সংকল্প যাত্রার সমাপনী অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সদর দফতরের ইনচার্জ ড. প্রদীপ ভার্মা জানান, এই সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। এর আগে ১৭ আগস্ট থেকে রাজ্য সভাপতি ও বাবুলাল মারান্ডির নেতৃত্বে এই সংকল্প যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই যাত্রায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, রাজ্যে বিরাজমান ক্ষমতা-সমর্থিত দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ, বেকারত্ব সহ নানা বিষয় আলোচিত হয়। রাজ্য সভাপতি রাজ্যের সমস্ত ৮১টি বিধানসভা কেন্দ্র পরিদর্শন করার এবং রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য সভাপতির এই সংকল্প যাত্রা বিপুল সমর্থনে জনসংকল্প যাত্রায় পরিণত

ফের মুসলিম-মদতপুষ্ট রাজনীতিকদের একহাত তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, (হি.স.): ফের মুসলিম-মদতপুষ্ট রাজনীতিকদের একহাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "বিজেপির কথা উঠলেই মার্কামারা সেক্যুলাররা গোয়েবেলসীয় প্রথায় 'দাঙ্গাবাজ' 'দাঙ্গাবাজ' বলে হাউ হাউ করতে শুরু করে। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বীভৎস দাঙ্গা ১৯৮৪ সালের শিখহত্যা, লাগিয়েছিল কংগ্রেস। এর বলি শুধু দিল্লিতে ৩০০০, সারা দেশে দশ-পনেরো হাজার। বিজেপির শাসনে একমাত্র দাঙ্গা হয়েছিল গুজরাটে ২০০২ সালে, যার সূত্রপাত হয়েছিল গোধরায়, যেখানে ঘাঞ্চি মুসলমানেরা ৫৭ জন নিরপরাধ হিন্দু তীর্থযাত্রীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে।

যে উত্তরপ্রদেশে আগে উঠতে বসতে দাঙ্গা হত সেখানে আর হবে না।

কারণ যোগিজির পুলিশ দাঙ্গাবাজদের এনকাউন্টারে ৭৫ বছরের কংগ্রেস ও বামপন্থী প্রবর্তিত বিকৃত মূল্যবোধ আমাদের একটা বিচিত্র জায়গায় এনে ফেলেছে। যে মুসলিম-অমুসলিম প্রশ্নে দেশ ভাগ হল, অবিশ্বাস্য রক্তপাত হল, তার কথা তোলা নাকি 'সাম্প্রদায়িকতা'। কিন্তু ভোটের লোভে হিন্দু সমাজকে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, আগাড়া-পিছাড়া বিভাজন করা 'প্রগতি' !

বিকাশবাবুরা একটা মতাদর্শ অবলম্বন করে রাজনীতি করতেন যাকে সারা পৃথিবী ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন ওঁর আর কি উপায়, যে ধর্মে উনি জন্মেছেন, যে ধর্মের পরিচয় উনি নিজের নামের মধ্যে বহন করেন তাকে গালি দেওয়া ছাড়া ?

একে সহকর্মী বলে কি আমার সম্মান একফোঁটাও বেড়েছে ? তা তো নয়, বরঞ্চ কমেছে ! তাতে ওর লজ্জাই হোক আর ঘৃণাই হোক, আমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। তাই আমি ঘুমোতে যাই, আপনারা দুজন পরস্পরকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করুন।"

প্রথম বছরেই হিট মেঘবালিকার দুর্গাপুজো, উৎসাহ-উদ্দীপনায় সফলভাবে সম্পন্ন শারোদৎসব

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারুইপুরের সন্নিকটে হরিহরপুরে অবস্থিত নবনির্মিত ইডেন মেঘবালিকা হাউজিং কমপ্লেক্সে প্রথম বছরের দুর্গাপুজো উদযাপন সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। পাঁচ দিন ধরে চলা এই উৎসবে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় দেবীর আরাধনা করা হয়। পাশাপাশি প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়, যেখানে কমপ্লেক্সের বাসিন্দারা নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র-সহ বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা করেন। এর পাশাপাশি ক্যাম্পাসের মহিলাদের উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী কমিউনিটি কিচেনেরও আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে কমপ্লেক্সের সমস্ত বাসিন্দারা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। দশমীর সন্ধ্যায় দেবী বরণ, সিঁদুর খেলা ও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় উৎসব। লক্ষণীয় যে, মাত্র কয়েক মাস আগেই তৈরি হওয়া মেঘবালিকা আবাসনের প্রথম বছরের দুর্গাপুজোর সফল আয়োজনের কারণে বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে।

আজ মহারাষ্ট্র ও গোয়ায় সফর প্রধানমন্ত্রীর, দুই রাজ্যে রয়েছে একাধিক কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র ও গোয়া সফরে যাচ্ছেন। এই দুই রাজ্যে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, ২৬ অক্টোবর প্রথমে মহারাষ্ট্র এবং পরে গোয়ায় সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সফরের শুরুতে শিরডিতে শ্রী সাইবাবা সমাধি মন্দির দর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্দিরে পূজার্চনা করবেন তিনি। এই মন্দিরে নতুন দর্শন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মহারাষ্ট্র সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করবেন। এরপর গোয়ায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে মারগাঁও-এর প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ৩৭-তম জাতীয় গেমসের উদ্বোধন করবেন এবং গেমসে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

৫ রাজ্যের ভোটেই জিতবে কংগ্রেস, দাবি করলেন আত্মবিশ্বাসী খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দেশের ৫ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসই জয়লাভ করবে। দাবি করলেন কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাসী সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার খাড়গে বলেছেন, '৫টি রাজ্যেই নির্বাচনের কাজ ভালোভাবে চলছে, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমরা পাঁচটি রাজ্যেই জিতব। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বে মানুষ অতিষ্ঠ। বিজেপি কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি...অশোক গেহলট এবং ভূপেশ বাঘেল রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে ভালো কাজ করছেন। সেখানে কোনও সমস্যা নেই। শিবরাজ সিং চৌহানের কারণে মধ্যপ্রদেশে সমস্যা রয়েছে। আমরা আশা করছি, ৫টি রাজ্যেই আমাদের সরকার আনতে পারব এবং সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

খাড়গে-কে এদিন প্রশ্ন করা হয়, ৫ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে কংগ্রেস কী সেমিফাইনাল হিসেবে দেখছে, এ বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'না তেমনটা নয়। প্রতিটি রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচনী ইস্যু আছে, সেই অনুযায়ী ভোট হয়। সংসদ নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচনের থেকে আলাদা...প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিটি নির্বাচনকেই তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য একটি ভোট বলেছেন - পৌরসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন...তিনি কি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন?' উল্লেখ্য, কিছু দিনের মধ্যেই মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে ভোট।

উত্তর প্রদেশের হাপুরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা, মৃত্যু এক যুবকের

হাপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাপুর জেলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাপুর জেলার লুহারি মার্কেটের কাছে। মৃত যুবকের নাম-ইরশাদ। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মোটরবাইকের সংঘর্ষের জেরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলা ও বিবাদে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সারারাত উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

হাপুরের পুলিশ সুপার অভিষেক বর্মা বলেছেন, লুহারি মার্কেটের কাছে ইরশাদ নামে এক যুবক আহত অবস্থায় পড়ে আছে বলে খবর পায় পুলিশ। বাহাদুরগড় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইরশাদকে সিএইচসি-তে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে সে মারা যায়। তদন্তে জানা গিয়েছে, ইরশাদ এবং অন্য একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বাইকের সংঘর্ষের জেরে ঝামেলার সূত্রপাত হয়, এতে ইরশাদ মাথায় আঘাত পান। গ্রামের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ছুরির হামলায় দুই মহিলা—সহ আহত ৪, গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

রায়পুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ছুরির আঘাতে দুই মহিলা—সহ ৪ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে আজাদ চক থানার পুলিশ।

পুরোনো শত্রুতার জেরেই মঙ্গলবার রাতে রায়পুরের আমপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর একটি মামলা দায়ের হয়, তারপরেই পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। আজাদ চক থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পর ফেরার সময় পুরনো শত্রুতার জেরে মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজেশ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে অভিযুক্তরা প্রথমে তর্ক করে এবং গালিগালাজ শুরু করে। ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে অভিযুক্তরা রাজেশকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে। ঝামেলা আটকানোর জন্য দুই মহিলা এগিয়ে আসলে তারাও আঘাত পান। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তারপর পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় উল্টে গেল ট্রাক; জামশেদপুরে মৃত দুই, আহত ৪ জন

জামশেদপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় উল্টে গেল একটি ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জনের, এছাড়াও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিস্তুপুর থানা এলাকার বোধনওয়ালা ঘাটে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন অনেক মানুষ, আচমকাই একটি ট্রাক ওই ভিড়ের মধ্যে উল্টে যায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় ৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে দু"জনের মৃত্যু হয় টাটা মেইন হাসপাতালে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শনের পর এক বিবৃতিতে ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা বলেছেন, টাটা মেইন হাসপাতালে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, সেখানে অন্য ৪ জনের চিকিৎসা চলছে।

ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৭ই

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধকারিকের দফতর থেকে তাঁদের ব্যালট পেপারগুলি সংগ্রহ করেছেন।মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা নেওয়ার জন্য চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি যতাক্রমে ১) ৮০-উর্ধ সিনিয়র সিটিজেন, ২) ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত দিব্যাঙ্গ, ৩) বিজ্ঞাপিত অপরিহার্য পরিষেবা এবং ৪) নির্বাচনী কাজে দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

তিনি জানান, ই-পোস্টাল ব্যালট তৈরি করা হয়েছে এবং ইলেকট্রনিকলি ট্রান্সমিটেড পোস্টাল ব্যালট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর মাধ্যমে সমস্ত পরিষেবা ৪,৯৭৫ জন ভোটারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, মিজোরামের ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ২,০৯২ জন সিনিয়র সিটিজেন (৮০) এবং দিব্যাঙ্গনদের বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে। হোম ভোটের জন্য বৈধ আবেদনের সংখ্যাও জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।জানান, রাজ্য জুড়ে আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। মিজোরামের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত এমসিসি-র স্ক্রিনিং কমিটির কাছে স্ব-স্ব বিভাগ বেশ কয়েকটি কেস পাঠিয়েছে। এক-দুটি কেস বিবেচনার জন্য কমিশনে পাঠানো হয়েছে।আরও তথ্য দিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, ৪০ আসনে মোট ১৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রয়েছেন ২১ জন জেনারেল অবজারভার, ১৪ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক এবং ইসিআই কর্তৃক নিয়োজিত ১১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক। তাঁরা সকলেই তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় রিপোর্ট করেছেন এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে বৈঠক করেছেন। কোনও বাধা ছাড়াই তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা।এছাড়া, ৩,০০০ বেজোড় রাজ্য পুলিশ কর্মী ছাড়াও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) ৪৫০টি কোম্পানি মোতায়েন করা হবে এবং হচ্ছে। এদের মধ্যে বিএসএফ-এর ১০টি, সিআরপিএফ এবং এসএসবির পাঁচটি কোম্পানি মিজোরামে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের। ভোটের দিন সকাল ৭-টা থেকে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত স্ট্যান্ডবাই থাকার জন্য মুয়ালপুই হেলিপ্যাডে ১ পবনহংস হেলিকপ্টার মোতায়েন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।মধুপ ব্যাস জানান, রাজ্য এবং জেলা এসভিইইপি টিম ইয়ং ভোটার্স ফেস্টিভ্যাল, সাইকেল মিছিল এবং ইভিএম ডেমোনস্ট্রেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ফ্লায়ার এবং জিঙ্গলসের মাধ্যমে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সচেতনতা প্রচার সহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দূরদর্শন কেন্দ্র, স্থানীয় ক্যাবল টিভি চ্যানেল এবং এফএম রেডিও চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও টকশোর আয়োজন করা হচ্ছে।

আজ কার্নিভ্যাল

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে মায়ের গমন কার্নিভ্যাল। ওইদিন বিকাল ৫ টা থেকে শুরু হবে কার্নিভ্যাল। কার্নিভ্যালের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। উপস্থিত থাকবেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী টিংকু রায়, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

আজ কার্নিভ্যাল মায়ের গমনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান মেয়র দীপক মজুমদার। সিটি সেন্টারের সামনে কার্নিভ্যালের মূল মঞ্চ করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পুজো উদ্যোক্তারা পোষ্ট অফিস চৌমুহনী হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনী হয়ে সিটি সেন্টারের সামনে দিয়ে কার্নিভ্যালে অংশ নেবে।

পরিদর্শন শেষে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান, এবছর প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থীরা এসেছিলেন আগরতলা পুজো দেখতে। এ বছরও ক্যার্নিভালে প্রচুর সংখ্যক মানুষের সমাগম হবে। ক্যার্নিভালকে ঘিরে দফায় দফায় রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্লাবের সাথে বৈঠক হয়েছে।

এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, কার্নিভ্যাল উপলক্ষ্যে বহু মানুষের সমাগম ঘটবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই ক্যার্নিভালে প্রচুর সংখ্যক পুজোর উদ্যোক্তারা অংশ গ্রহন করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিতেই কেটেছে খোয়াইয়ের শারদ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ অক্টোবর।। খোয়াইয়ে নির্বিঘ্নেই কেটেছে শারদোৎসব।মহকুমার কোথাও কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। গ্রাম, শহর , শহরতলী সহ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়ও এবারের শারদোৎসব শান্তিতেই সম্পন্ন হয়েছে। চাঁদা আদায় নিয়ে বড় ধরনের কোন জোর জুলুমের অভিযোগ নেই। খোয়াই জেলা শহরে মহাসপ্তমীর রাতে খোয়াইয়ে লোকসমাগম ছিলনা। অবশ্য খোয়াইয়ে সপ্তমীর রাতে লোকসমাগম কোন সময়েই হয়না সেরকম। অষ্টমী ও নবমীর রাতে অবশ্য উৎসবের শহরে মানুষ রাস্তায় নেমেছে। দেখা গেছে জনঢল। শহরে সেরকম কোন আকর্ষণীয় শারদ মণ্ডপ এবার ছিল না। তবুও লালছড়ার বাঘাযতীন, সুভাষপার্কের জি এ বি, কালীবাড়ির এভারগ্রীণ ও গণকীর অগ্রদূত ক্লাবের, চরগণকী জনকল্যাণ সংঘ, জাম্বুরা বিবেকানন্দ ব্যামাগার ক্লাব, সোনাতলা ভারত মাতা ক্লাবের মন্ডপের সামনে ভীড় কিছুটা হলেও লক্ষ্য করা গেছে তবে ভীড়ের রেকর্ড গড়েছে চেবরীর সূর্য্যতরূণ ক্লাব, চেবরি বাজার লোটাস ক্লাব।চেবরীর সূর্য্যতরূণ ক্লাব আগরতলার রেলস্টেশনের অনুকরণে নির্মিত এদের দুধসাদা দর্শনীয় মন্ডপের সামনে লোকসমাগম ছিল রেকর্ড করার মতো।চেবরি বাজার লোটাস ক্লাব চন্দ্রযান তিন অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে মন্ডপ।তাছাড়া দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ ছিল দেবীর ১০১ রূপ।তবে চেবরীতে মানুষের ভীড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও ট্রাফিকের দুর্বল ভূমিকায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে দর্শনার্থীদের।চেবরীতে পুলিশ ও ট্রাফিকের দুর্বল ভূমিকায় দীর্ঘস্থায়ী হয় যানজট।খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কে যান চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে দীর্ঘ সময়।ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।বিদ্যুৎ পরিষেবা মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল।আবহাওয়াও ছিল অনুকূলে।তবে নবমীর সন্ধ্যায় এক ঘন্টার মতো বৃষ্টি হয়।

দুর্গোৎসব

● প্রথম পাতার পর

উৎসব। পাঁচ দিনব্যাপী এই শারদ উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও একটি বছর। বিজয়া দশমীতে প্রথা মেনে দূর্গাবাড়িতে হল সিদূর খেলা।গতকাল সোমবার মহানবমীতে মন্দির, মণ্ডপে যেন মিলেমিশে গেছে আনন্দ-বেদনা। দেবীর বন্দনায় ছিল ভিন্ন এক আবহ। পূজার উদ্‌যাপন আর দেবীকে বিদায়ের সুর বেজেছে ভক্তের হৃদয়ে। সকালে কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজার মাধ্যমে শুরু হয় নবমীর আনুষ্ঠানিকতা। পূজা শেষে ভক্তরা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন। এদিন মাকে বিদায় জানাতে দূর্গা বাড়িতে উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া, বিজয়া দশমীতে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ও বারোয়ারী পূজা গুলিতে দশমীর পূজা শেষে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন মহিলারা। রাজধানীর দুর্গা বাড়িতে সকাল থেকে ভিড় জমান রমণীরে। রমণীরা একে অপরকে সিঁদুর দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিয়ে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন।আগরতলা প্রথা মেনে প্রথমে দূর্গা বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন তারপর প্রভু বাড়ি এরপর আনুষ্ঠানিক ভাবে বিভিন্ন ক্লাব ও বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হবে। এদিন শতবর্ষ প্রাচীন প্রয়াত মাখন লাল সাহার বাড়ির দুর্গা পূজা। এবছর ১০৬ তম দুর্গা পূজা হয়েছে।এই পূজা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার পরিবারের পূজা। মঙ্গলবার নিয়ম মতো হয় সাহা বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন। এদিন পরিবারের লোকজন সহ অন্যরা প্রতিমা নিয়ে যান হাওড়া নদীর দশমী ঘাটে প্রতিমা নির্জন করতে। প্রতিমার সঙ্গে দশমীঘাটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা সহ পরিবারের সদস্য-আত্মীয়স্বজন। সেখানে নিয়ম মতো প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়েছে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী, আগরতলার দশমী ঘাটে শাস্ত্রীয় বিধি মেনে প্রতিমা নিরঞ্জন করে সকলের জন্য মায়ের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন। এই বছরের মতো বাপের বাড়িতে আজ উমার শেষ দিন। নবমীর সন্ধ্যা আরতির পর বিষাদের সুর বাজে সর্বত্র। আজ রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় দূর্গাবাড়িতে পুজো দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। আজ মহা নবমী। মহা নবমীর পূর্ণ তিথিতে রাজধানী আগরতলা দুর্গা বাড়িতে নবমী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এদিন দূর্গা বাড়িতে পুন্যার্থীদের ভীড় পরিলক্ষিত হয়েছে।এদিন দূর্গা বাড়িতে পূজা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায়য় দুর্গাবাড়িতে পুজো দিয়েছন বলে জানান তিনি।পাশাপাশি মহানবমীর পূণ্যলগ্নে রাজ্যের জাতি-জনজাতি অংশের সকল পূণ্যার্থীদের শুভকামনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।তেই কন্যা সন্তানদের শ্রদ্ধার সাথে লালন-পালন করা হচ্ছে। দুর্গা অষ্টমী উপলক্ষ্যে রাজধানীর বাধারঘাট ,স্থিত বাউল বাড়িতে ও কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গোটা ত্রিপুরা শারদ উতবে মেতে উঠেছে। মা দুর্গার আরাধনায় সর্বত্র উল্লাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রথা মেনে প্রতি দুর্গা অষ্টমী-তে কুমারী মা-র পূজা উদযাপিত হয়ে আসছে। আজ ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে কুমারী মা-র পূজা হয়েছে। আগরতলায় বাধার ঘাট স্থিত বাউল বাড়িতে সহ ত্রিপুরার একাধিক স্থানে কুমারী মা-র আরাধনায় রাজ্যবাসী ব্রতী হয়েছেন। আজ বাধারঘাট এলাকার বাউল বাড়ির এ বছর দুর্গাপুজো চতুর্থ বছর পরলো। কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রী নয় বছর বয়সী বিবিধা ভট্টাচার্যকে কুমারী মা রূপে আজ পূজা করা হয়েছে। ওই পূজা দেখতে হাজারো দর্শনার্থী ভিড় জমিয়েছে। তাছাড়া, কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশন কুমারী মা রূপে পূজা হয়েছে।জনৈক পুরোহিত বলেন, শাস্ত্রানুযায়ী কুমারী পুজোর উৎপত্তি হয় কোলাসুর-কে বধ করার মধ্যে দিয়ে। শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে কোলাসুর এক সময় স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিকার নেওয়ার ফলে, দেবতাগণ মহাকালীর শরণাপন্ন হন। দেবগণের ডাকে সাড়া দিয়ে দেবী পুর্নজন্ম-এ কুমারীরূপে কোলাসুর-কে বধ করেন। এর ফলে মর্ত্যে কুমারী পুজার প্রচলন শুরু হয়েছে।মহাপঞ্চমীর দিনেই অনেক মণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের জন্য।ধর্মীয় রীতি মেনে রাজ্যের বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেল, আগরতলা দূর্গা বাড়ি সহ বহু গৃহস্থে চলছে দেবী দুর্গার পুজো। প্যান্ডেলগুলিতে রং ও আলোকসজ্জার আয়োজন মানুষকে আকৃষ্ট করছে।প্রসঙ্গত, বুধনের শুরুতেই জনস্রোতে ভাসলো তিলোত্তমানগরী। সন্ধ্যে থেকেই পূজা মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। তবে, মহাপঞ্চমীর দিনেই অনেক মণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের জন্য। এদিন থেকেই রাস্তায় ভিড় জমতে শুরু হয়। একদিকে পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন পূজা পাঠ অন্যদিকে প্যান্ডেল প্রতিমা দেখার জন্য উৎসুক জনতার স্রোত বইছে বনেদি ক্লাবগুলোতে।প্রকৃতি দুহাত তুলে স্বাগত জানাচ্ছে আগমনীর জয়ধ্বনিকে। মানুষও তার হাসিমুখে পাথেয় করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করলেন রাতভর। অপার আনন্দে মানুষ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলেছে। বিভ্রান্ত পথিককে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন পুলিশ ও ট্রাফিক। কেবল পায়ে হেঁটে কেউই দু চাকার জানে কেউবা চার চাকার গাড়িতে করে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করলেন। প্রতিটি ক্লাবেই প্যান্ডেলের ও প্রতিমার ছবি মোবাইল বন্দী করে রাখলেন উৎসবমুখর মানুষ। মাঝে মধ্যে ফ্রেশের আলো চোখ ঝলসে ওঠে। সেলফি তোলার ধুম ছিল প্রতিটি প্যান্ডেলে। যদিও এই বিষয়ে নতুনত্বের কিছু নেই। আজ মহাসপ্তমী। মহাসপ্তমীর পূর্ণ তিথিতে দূর্গা বাড়িতে পুজার্চনায় মগ্ন ভক্তরা।

রতন

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি আরও বলেন, যদিও ৫০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ- র ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তবে রাত বাড়ার সাথে সাথে এই চাহিদা অনেকটাই কমে যায়। রাত ১২ টার মধ্যে চাহিদা দাঁড়ায় ২৮৭ মেগাওয়াট।

এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, সপ্তমীতে ৩৪০ মেগাওয়াটের উপর বিদ্যুৎ -র চাহিদা পৌছুবে না।

এদিন পর্রবতী সময়ে ৭৯ টি লোড ডেসপাঁচ সেন্টার পরিদর্শন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ডিজিএম-র নেতৃত্বে পুজোর জন্য বাড়তি কনট্রোল রুম খোলা হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করছে বলে জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

ছাত্রের প্রাণ

● প্রথম পাতার পর

পুজো দেখতে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ২৩ অক্টোবর ধূমাছড়া থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে তার পরিবার। কিন্ত তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রশান্তের বড় বোনের জামাই তার এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারে প্রশান্ত সহ তারা সেদিন ড্রাগস নিতে জামিরছড়া ফরেস্ট কোয়ার্টারের পেছনে গিয়েছিল।

প্রশান্তের নেশার ওভারডোস হওয়ায় তাকে সেখানে ফেলেই তারা পালিয়ে যায়। বিষয়টি অবগত হয়ে সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়েই ২৪ অক্টোবর সকালে ধুমাছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং প্রশান্তের নিথরদেহ উদ্ধার করে। ড্রাগসের ওভারডোজের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ ধূমাছড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃত্যুর আসল রহস্য বার করতে সন্ধান প্রদানকারী বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ বলে সূত্রের খবর। ড্রাগসের মারন নেশার কবলে গোটা মহকুমার কিশোর কিশোরী থেকে যুবক-যুবতী তার এটা জলজ্যান্ত প্রমাণ।

হাবড়ার ডিজনিল্যান্ডের মণ্ডপ যাচ্ছে বনগাঁর হেলেঞ্চায়

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : '২৩-এর পুজোয় এবার আলোচনার শীর্ষে এসেছে ডিজনিল্যান্ড-রূপী মণ্ডপ। শ্রীভূমি থেকে হাবড়া ওয়াল্ট ডিজনির রূপকথায় মোড়া অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবার দুর্গাপুজোর থিম। এমনকী গোটা পুজোয় কোন ডিজনিল্যান্ড এগিয়ে সেই নিয়ে চলে জোর টক্কর।উদ্বোধনের পর থেকেই উপছে পড়া ভিড় শ্রীভূমিতে। ভিড়ের লড়াইয়ে কড়া টক্কর হাবড়া প্রফুল্লনগরের ডিজনিল্যান্ডেরও। পুজো শেষ হতেই এবার প্রশ্ন, কী হবে এই বিপুল সাড়া জাগানো মণ্ডপের। উদ্যোক্তারা জানালেন, কী করা হবে এই মণ্ডপের।প্রশাসনের নির্দেশে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বন্ধ হলে খানিকটা হলেও জৌলুস হারায় শ্রীভূমি স্পোর্টিং। বরং সেই জায়গায় নিখুঁত ডিজনিল্যান্ড গড়ে ভিড় টেনেছে হাবড়ার প্রফুল্লনগর ক্লাবের দুর্গাপুজো। দেবীপক্ষ থেকে দশমী। দর্পণে ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেলেও প্যান্ডেল হপিংয়ে ভাটা পড়েনি উৎসাহী জনতার। বরং দশমীতেও দ্বিগুণ উৎসাহে ডিজনিল্যান্ড দেখতে উপছে পড়া ভিড় হাবড়ায়।পুজোর শেষদিনও যত সন্ধে এগিয়েছে ততই বেড়েছে ভিড়। দশমীর রাতেও যেদিকে তাকাও সেদিকেই মানুষের মাথা। এককথায় জনসুনামি অব্যাহত দশমীতেও। মণ্ডপ দেখতে আসা এক দর্শনার্থী বলেন, ''ভেবেছিলাম দশমী, পুজোর শেষদিন, হয়তো একটু ফাঁকা পাব! কোথায় কী! এসে প্রায় এক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর প্যান্ডেলে ঢুকতে পারলাম।''একাদশীতে বিসর্জন হয়েছে হাবড়ার প্রফুল্লনগর ক্লাবের প্রতিমার। দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, প্যান্ডেল খোলার কাজও শুরু হয়ে যাবে দ্বাদশীর ভোর থেকে। বুধবার সন্ধেয় এলে দর্শনার্থীরা ডিজনিল্যান্ড দেখতে পেলেও লাইট অ্যান্ড লেজারের শো আর দেখতে পাবেন না।নিখুঁতভাবে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিনি বিনোদন পার্ক ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হাবড়ার প্রফুল্লনগর ক্লাব, তা বলেই দিয়েছে দর্শনার্থীদের ভিড়। কিন্তু এমন সুন্দর প্যান্ডেলের হবেটা কী? উদ্যোক্তা সূত্রে জানা গিয়েছে, সংরক্ষণ করা হবে এই মণ্ডপকে। হাবড়ার ডিজনিল্যান্ডের মণ্ডপ খুলে নিয়ে আপাতত সংরক্ষণ করে রাখবেন নির্মাতা।শোনা যাচ্ছে, এই ডিজনিল্যান্ড ফের দেখা যাবে কালীপুজোয়। তবে হাবড়া নয়, এবার গন্তব্য বনগাঁর হেলেঞ্চা। তাই এযাত্রায় যদি এমন সুন্দর মণ্ডপ দেখার সুযোগ হারিয়ে থাকেন তাহলে ফের সুযোগ মিলবে শ্যামাপুজোয়। পুজোর আনন্দের মাঝেই দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় বিষাদের ছায়া বাঁকুড়া শহরে। বাঁকুড়া পৌরসভার সার্কাস ময়দানের এক ডাক্তারি পড়ুয়া গলার নলি কেটে আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে শহরেরই নুনগোলা রোডের এক ট্যাক্স কনসালটেন্ট প্রৌঢ়ের বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। ইমনকল্যান মন্ডল(২৬) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্নশিপ করছিলেন ওখানেই। পুজোয় বাড়ি এসে কেমন যেন ঝিমিয়ে ছিলেন।প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানা গেছে, ইমনকল্যান অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাড়াতেও তার ভালো ছেলে হিসেবে পরিচয় রয়েছে তার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ইমনকল্যান বেশ কিছু দিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন মন্ডপ ঘুরে বাড়ি ফিরে রাতে তিনি নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। তারপর সার্জারি করার ছুরি দিয়ে গলার নলি কেটে আত্মঘাতী হন। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগ জমা পড়ে নি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

অপরদিকে, বাঁকুড়া শহরের নুনগোলা রোডে সুচন্দন মন্ডল (৫৪) একটি ভাড়া বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে বাস করতেন। তিনি ট্যাক্স কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। পুলিশ জানিয়েছে প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে প্রৌঢ় ব্যক্তিটি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। বুধবার বাড়ির পরিচারিকা এসে ডাকাডাকি করার পরও সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে দেখেন সুচন্দন বাবু খাটের নীচে পড়ে রয়েছেন। প্রতিবেশীরা এসে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে নি:সন্তান সুচন্দন বাবুর স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা যান। ওই বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন।

ওড়না পেঁচিয়ে 'আত্মঘাতী' উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী

উত্তর দিনাজপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার সকালে রায়গঞ্জের ভট্টদিঘি গ্রামের বাড়ি থেকে এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রেমিকের সঙ্গে নিজের আপত্তিকর ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় সম্মানহানির লজ্জায় সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। অভিযুক্ত যুবক বাড়ি থেকে উধাও। বিসর্জন উপলক্ষ্যে কুলিক নদীর পাড়ে দশমীর মেলায় গিয়েছিল প্রেমিক প্রেমিকা। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের ওই ছাত্রী।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতা ছাত্রী স্থানীয় রামপুর ইন্দিরা উচ্চ বিদ্যাপীঠের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। প্রেমিকের সঙ্গে গোপন ছ

সন্তোষ ট্রফিতে হারজিতের মধ্যেই গ্রুপে ৪র্থ স্থান নিয়ে ফিরেছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। ছয় দলীয় গ্রুপে চতুর্থ স্থান ত্রিপুরার। সন্তোষ জনক ফলাফল করলো ত্রিপুরা। শেষ মুহুর্তে দল গড়েও। এবছর সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে অংশ নেওয়া নিয়ে বেশ জলঘোলা হয়েছিলো। প্রথমে দল গঠন করা হলেও ফুটবলাররা গড়হাজির থাকায় শেষ মুহুর্তে ত্রিপুরা দলের অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিলো। রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারা শেষে তরিঘরি নতুন দল গড়ে বিমানে ফুটবলারদের পাঠানো হয়েছিলো মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে। শেষ মুহুর্তে দল গড়া কতটা সাফল্য পাবে ত্রিপুরা তা নিয়েও দেখা দিয়েছিলো প্রশ্ন।

কারন দলে ছিলো একঝাঁক জুনিয়র ফুটবলাররা। ওই জুনিয়র ফুটবলাররা নিজেদের ছাপিয়ে গিয়ে ত্রিপুরার হয়ে সম্মান জনক ফলাফল করে রাজ্যে ফিরলো। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ১ টিতে জয়, ২ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ এবং ২ টি ম্যাচে পরাজিত হয়ে মোট ৫ পয়েন্ট দখল করলো। যা গেলোবারের তুলনায় ভালো। রবিবার নিজেদের শেষ ম্যাচে এগিয়ে থেকেও লাক্ষাদ্বীপের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করলো ত্রিপুরা। দলের নিয়মিত ৩ ফুটবলার আজমল রিয়াজ, মঈণুদ্দিন এবং সুরজ সিংকে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে বসিয়েই প্রথম একাদশ গড়তে বাধ্য হয়েছেন ত্রিপুরার কোচ ডি কি প্রধান। তার উপর চোটের জন্য ভক্তিপদ জমাতিয়া সারাক্ষণ মাঠে থাকতে পারেননি।

তারপরও জয় পেতে পারতো ত্রিপুরা। যদি না হাইয়ুং জমাতিয়া সহজ দুটি সুযোগ নষ্ট করতেন। ম্যাচ শুরুর ২৭ মিনিটের মাথায় রজনীকান্ত ত্রিপুরার গোলে এগিয়ে যায় ত্রিপুরা। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে সমতা ফেরায় লাক্ষাদ্বীপ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যায় লাক্ষাদ্বীপ। শেষে হাইয়ুং জমাতিয়া সমতা ফেরান। শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলা শেষে ত্রিপুরা দলের সহকারি কোচ আবু তাহের টেলিফোনে বলেন, 'প্রত্যাশার থেকে ভালো খেলেছে এবার ছেলেরা। দলে রয়েছে ৮ জন জুনিয়র ফুটবলার। ওরা এতো ভালো খেলবে ভাবতেই পারিনি। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে ওদের থেকেই আগামীদিনে ভালো প্রতিভা বেরিয়ে আসবে। তবে এবার আমাদের মূল সমস্যা হয়েছে আক্রমণভাগে যোগ্য ফুটবলারের অভাব।

ওই জায়গায় একজন ভালো ফুটবলার যদি থাকতো তাহলে ফলাফল আরও ভালো হতো আমাদের। আমি ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে খুশি'। এফ গ্রুপ থেকে মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানা মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল, এফ-গ্রুপ*

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
মহারাষ্ট্র	৫	৫	০	০	২৪-১	১৫
তেলেঙ্গানা	৫	২	২	১	৮-৩	৮
লাক্ষাদ্বীপ	৫	২	২	১	৭-৬	৮
ত্রিপুরা	৫	১	২	২	৪-৬	৫
আন্দামান	৫	১	১	৩	৩-১৬	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৫	০	১	৪	০-১৪	১

ত্রিপুরা-২ লাক্ষাদ্বীপ-২

ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন হরিয়ানায় টুর্নামেন্টের আগে শেষ প্রস্তুতি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। হরিয়ানা পৌঁছলেন আনন্দ ভৌমিক-রা। আগামীকাল সেরে নেবেন শেষ প্রস্তুতি। মনিপুরের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে। জাতীয় অনূর্ধ-২৩ একদিবসীয় ক্রিকেটে। হরিয়ানার চৌধুরি বংশীলাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। এদিকে আগরতলায় দাদাদের বিরুদ্ধে ৩ টি প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পাওযার পর দিল্লির নয়ডাতে আরও দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেয়ে মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙ্গা ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। নয়ডাতে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথমে সিকিমকে ১১৫ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর প্রদেশকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছিলো ত্রিপুরা। দুটি ম্যাচেই নজর কেড়ে নেন দুর্লব রায়। উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে বল হাতে ৫ উইকেট এবং ব্যাট হাতে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে কোচ সহ টিম ম্যানেজমেন্টের নজর কেড়ে নেন দুর্লভ। এছাড়া ঋতুরাজ ঘোষ এবং রিয়াজুদ্দিন নজর কেড়েছেন। বুধবার হরিয়ানা পৌঁছে ত্রিপুরা দলের সহকারি কোচ বিশ্বজিৎ পাল বলেন, 'ছেলেরা ছন্দে রয়েছে। আসরে ওই ছন্দে থাকলেই আমরা সাফল্য পাবো। ছেলেদের মানসিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। আশা করি ছেলেরা হতাশ করবে না। এবার ত্রিপুরাকে সাফল্য এনে দেবেই'। ২৮ অক্টোবর প্রথম ম্যাচে মণিপুরের পর, ৩০ অক্টোবর ওড়িশা, ১ নভেম্বর গুজরাট, ৩ নভেম্বর ছত্তিশগড়, ৭ নভেম্বর গোয়া এবং ৯ নভেম্বর ত্রিপুরা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী মুম্বাই-এর বিরুদ্ধে। দলনায়ক আনন্দ ভৌমিকও যথেষ্ট আশাবাদী মরশুমে সাফল্য পাওয়া নিয়ে। ত্রিপুরা দল: আনন্দ ভৌমিক (অধিনায়ক), সন্দীপ সরকার (সহ অধিনায়ক), তন্ময় দাস, শচীন শর্মা, রোহিত ঘোষ, দুর্লভ রায়, অরিন্দম বর্মন, আরমান হুসেন, সাহিল সুলতান, রিয়াজ উদ্দিন, অভিজিৎ দেববর্মা, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, দ্বীপেন বিশ্বাস, কাজল সূত্রধর, প্রলয় দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, স্বরাব সাহানি, চন্দন রায়, অর্কজিৎ জাস এবং সেন্টু সরকার। কোচ: লিয়াকাত আলি খান, বিশ্বজিৎ পাল, রাসুদেব দত্ত, ফিজিও রাজেন চৌধুরি এবং ট্রেণার: রাকেশ প্যাটেল।

মুস্তাক আলী : নাগাল্যান্ড জয়ের পর টানা চার ম্যাচে পরাজিত টিম ত্রিপুরা

দিল্লি: ১৬৯/৪(২০) ত্রিপুরা: ৮৩/১০(১৪.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। সেই ট্র্যাডিশনাল পরিস্থিতি ত্রিপুরা দলের। সৈয়দ মুস্তাক আলী সিনিয়র ক্রিকেটে টি-টুয়েন্টিতেও একই হাল ত্রিপুরার। পরাজয় যেন ত্রিপুরা দলের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সেই প্রথম ম্যাচে নবাগত নাগাল্যান্ডকে বাগে পেয়ে তাও এক বল বাকি থাকতে তিন উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিলেও 'কষ্টার্জিত জয়' বলে অনেকের থেকেই কটুক্তি শুনতে হয়েছিল। জয়ের আর দেখা নেই। দ্বিতীয় ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে ৮ উইকেটে, তৃতীয় ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের কাছে ৩৭ রানে, চতুর্থ ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের কাছে ৬৮ রানে পরাজয়ের পর আজ, বুধবার দিল্লির কাছে। মোটকথা, এনিয়ে পরপর চার ম্যাচে হেরে ত্রিপুরা এখন ঘরে ফেরার প্রহর গুনছে। যদিও গ্রুপ লীগে নিজেদের অন্তিম ম্যাচটা খেলবে ২৭ অক্টোবর কর্নাটকের বিরুদ্ধে। বুধবারে, দেরাদুনের মহারানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে দিল্লির কাছে ত্রিপুরা দলের পরাজয়টাও যেন প্রত্যাশিত-ই মনে হয়েছে। টস জিতে ত্রিপুরার অধিনায়ক প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে দিল্লিকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে সীমিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। ৪৪ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে দিল্লির অবস্থা কিছুটা সঙ্গীন হলেও ললিত যাদব ও যশ ধূল-এর চতুর্থ উইকেটের জুটিতে অনবদ্য ১১৬ রান সংগ্রহ দিল্লির স্কোর কার্ড পাল্টে দেয়।

যশ ৫৬ রানে মনিশঙ্কর মুরা সিং-এর দ্বিতীয় শিকার হলেও ললিত যাদব অপরাজিত থেকে যায় ৬৬ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা বিশেষ করে ওপেনার বিক্রম কুমার দাসের ৪৫ রানের উপর ভর করে ৮৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ওপেনার বিক্রম ৩৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৫ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। দিল্লির ললিত ১০ রানে এবং সুযশ শর্মা তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এদিকে, একই সময়ে অপর মাঠের খেলায় উত্তরপ্রদেশ ৬ উইকেট এর ব্যবধানে কর্নাটককে পরাজিত করেছে। দিনের তৃতীয় খেলায় মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর ম্যাচটি তখনও চলছে।

WALK IN INTERVIEW FOR GUEST/VISITING LECTURER

Applications are invited in plain paper along with complete Bio-data for walk-in interview for the engagement of Guest/ Visiting Lecturers for College of Teacher Education Kumarghat in the following Subjects:-
Fine Arts, Physical Education, English and History.
Candidates are requested to bring their original certificates with photocopy of the same along with an application in a plain paper on 31/10/2023 to the Office of the Principal, College of Teacher Education, Kumarghat, Unakoti, Tripura at 11 A.M.
01. Essential Qualifications:-
a) Al least 55% marks in Master's Degree level. (5% marks relaxation in case of SC/ST/PH/Ph.D. candidates) in relevant subject and having B.Ed./ M.Ed.Degree.
b) Priority to be given to NET/SLET/Ph.D. holder candidates.
02. Person earlier engaged as Guest Lecturer in this College is also required to face the Interview.
03. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Govt.
04. Payment of Honorarium and other terms and conditions for the engagement will be made as Per Guidelines/norms of the state Government from time to time.
05. No TA/DA will be paid for attending the interview.

ICA/D-1167/23

Sd/Illegible
Principal-(I/C),
CTE, Kumarghat, Unakoti,
Tripura.

টিএফএ-র গভর্নিং বডির বৈঠক ২৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের গভর্নিং বডির এক জরুরী বৈঠক আগামী ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওইদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় টি এফ এ-র অফিস কক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে বিশেষ করে আসন্ন ফুটবল টুর্নামেন্ট, ফিনান্সিয়াল বিষয়সমূহ, সংগঠনিক বিষয় ছাড়াও সভাপতির অনুমতিক্রমে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। গভর্নিং বডির সকল সদস্যদের যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য টিএফএ-র সচিব অমিত চৌধুরী অনুরোধ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে। ছবি নিজস্ব।

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানে মাদকের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ অক্টোবর: নেশা মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানে মাদকের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ২১ অক্টোবর আগরতলার অরুন্ধতীনগরস্থিত পুলিশ লাইনের মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্য সরকার স্বচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। তাই স্বচ্ছতার সাথে এমন কাজ করে যেতে হবে যাতে মানুষের কাছে সেগুলি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

সারা দেশব্যাপী ২১ অক্টোবর দিনটিকে পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। আজকের দিনটিতে সেইসকল বীর শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় যারা দেশের সেবায় নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৫৯ সালের আজকের দিনে লাদাখের হটস্প্রিংস এলাকায় টহলরত ভারতীয় জওয়ানদের উপর চীনা সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ১০ জন ভারতীয় জওয়ান শহীদ হন। সেই দিনটির স্মরণে পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস পালন করা হয়।

আজ সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পুলিশ শহীদ স্মৃতি দিবস উদযাপিত হয়েছে। আরক্ষা দপ্তর থেকে অরুন্ধতীনগরের পুলিশ লাইনের মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে রাজোর মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন কর্তব্যরত অবস্থায় যে সমস্ত পুলিশ কর্মী ও সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতি স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অপর্ণ করেন।এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজদ্রোহী ও অপরাধীদের হাত থেকে সমাজকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখতে আরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশ দিনরাত কাজ করছেন।

তাঁর কথায়, পুলিশকে মানুষের সমস্যার কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনে আন্তরিকভাবে সেই সমস্যা নিরসনে চেষ্টা করতে হবে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। তাই স্বচ্ছতার সাথে এমন কাজ করে যেতে হবে যাতে মানুষের কাছে সেগুলি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ অবৈধ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। 'নেশা মুক্ত ত্রিপুরা' অভিযানে মাদকের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। মাদক সংক্রান্ত মামলায় তদন্তের জন্য এসআইটি গঠন করা হয়েছে। মাদক সংক্রান্ত সামগ্রী উদ্ধার ও ধ্বংসের দিক থেকে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।তাঁর দাবি, আগরতলায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ স্টেশন চালু করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়াস কর্মসূচি চালু রয়েছে। রাজ্য পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। টিএসআর বাহিনীতে এই প্রথম ১৩৭ জন মহিলা জওয়ানকে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। সার্বিক অপরাধের দিক থেকে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা নীচের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। সম্পত্তিগত অপরাধের দিক থেকে ত্রিপুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ঘটনাবিহীন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন এবং সম্প্রতি দুটি উপনির্বাচন সকল স্তরের আরক্ষা কর্মীদের পরিশ্রমের ফলেই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষায় সরকার নানাবিধ প্রকল্প জারি রেখেছে। এবছর রাজ্য পুলিশ প্রতিষ্ঠার ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশনকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স ভিত্তিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভিডিও ডাটা বিশ্লেষনের জন্য ভিডিও এনালাইসিস সিস্টেম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। সমস্ত জেলায় জিপিএস ভিত্তিক ভ্যাহিকেল সিস্টেম, জাতীয় সড়কের টহলদারি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

দশমীর রাতে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ অক্টোবর।। দশমীর উন্মাদনায় ২৪ বছর বয়সী যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু কিভাবে ২৪ বর্ষীয় যুবক কার্তিক নাথের মৃত্যু হল তা নিয়ে সংশয় পুলিশের। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দশমীর রাতে বটরসী ও.এন.জি.সি কমপ্লেক্সের ২ নং গেটের পাশে এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয় ধর্মনগর দমকল কর্মীদের। ঘটনাস্থলে দমকল কর্মীরা ছুটে এসে যুবককে উদ্ধার করে ধর্মনগর উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে ছুটে যায়। মৃতের বাড়ি বিলই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ড এলাকায়। সে একটি দোকানের কর্মচারী ছিল বলে জানা গেছে। এদিকে এলাকাবাসী সূত্রের খবর, বিশাল নাথ নাকি কার্তিককে কৃষ্ণপুর জোর কালভার্ট এলাকায় আরেকজনের সাথে বাইকের পেছনে আসতে দেখে। কিছুটা দূরত্ব আসার পর দুর্ঘটনায় পড়ে। বিশাল নাথ এগিয়ে এসে দেখে কার্তিক নাথ পড়ে আছে। তবে কোন বাইক বা কে চালিয়েছিল কারোর কোন অস্তিত্ব পায়নি। তাই পুলিশ ভাবছিল এই মৃত্যুর পেছনে দুর্ঘটনা জনিত কারণ জড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন ধরনের প্রমাণ তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

অমৃত কলস পৌঁছাচ্ছে দিল্লিতে আগামী ২৭ ও ২৮ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। "মেরি মাটি মেরা দেশ" প্রচারাভিযানের অধীনে প্রতিনিধিদলের নতুন দিল্লিতে পৌঁছানোর জন্য দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি অমৃত কলসের বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই ট্রেনগুলি এই মাসের ২৭ তারিখ থেকে নতুনদিল্লি পৌঁছতে শুরু করবে।

সংস্কৃতি মন্ত্রক তরফে জানানো হয়েছে যে, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় থেকে ট্রেনটি শুক্রবার দিল্লি পৌঁছবে। আর আসাম এবং সিকিম থেকে ট্রেনগুলি ২৮ শে অক্টোবর পৌঁছাবে।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে নতুনদিল্লি পৌঁছাবে অমৃত কলস।

দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা "বীরদের" প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বছরের ৯ই আগস্ট দেশব্যাপী "মেরি মাটি মেরা দেশ" অভিযান শুরু হয়েছিল। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে ৭৫০০ কলসে মাটি বহন করে "অমৃত কলস যাত্রা" এই মাসের ৩০ তারিখে শেষ হবে। এরপর জাতীয় যুদ্ধ স্মারকের কাছে ৭৫০০ কলসের মাটি ও চারা মিশিয়ে একটি "অমৃত বাটিকা" তৈরি করা হবে। এই "অমৃত বাটিকা"ও হয়ে উঠবে "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর বিশাল প্রতীক।

দশমীর রাতে শহরে চুরি হাতিয়ে নিলো কয়েক লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। পুজোর মরশুমে রাজ্যে চুরি থেমে নেই। রাজ্যের ক্রমাগত চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। প্রতি রাতে কোন না কোন স্থানে চুরির ঘটনার ফলে মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।এরই মধ্যে বুধবার রাতে আনন্দনগর এলাকার বাড়ির মালিকের অনুপসিতিতে হাত সাফাই করল চোরের দল।

বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ দশমীঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে সপরিবারের গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে এসে লক্ষ্য করেছেন ঘরের সব জিনিসপত্র উলটপালট হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারেন তাদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে চুরি হয়েছে। সাথে সাথে থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল।পুলিশ এসে গোটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিন চোরের দল বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়েছে বলে জানান তিনি। শারদ উৎসবের মধ্যেই শহর জুড়ে তীব্র নিরাপত্তার মধ্যেও এধরনের চুরি কাণ্ডে গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ এই চোরদের ধরতে পারে কি না সেটাই দেখার এখন।

উদ্ধার প্রাচীন কালি মূর্তি, জনতার কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ অক্টোবর।। গোমতী নদীতে প্রাচীন কালি মূর্তি উদ্ধার ঘিরে কৌতূহল।গতকাল সন্ধ্যায় উদয়পুর পোলট্রি রোড স্থিত দশমী ঘাটে প্রাচীন কালি মূর্তি দেখে জনতার মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা উদয়পুর এলাকায়। গতকাল ছিল বিজয়া দশমী।এই উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন ও উদয়পুর পুরপরিষদের পক্ষ থেকে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ফাঁকে স্থানীয় জনগন দশমী ঘাটে নেমে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা কষ্টিক পাথরের কালী মূর্তি দেখে কোলাহল শুরু করলে প্রচুর সংখ্যক দর্শক হাজির হয়। খবর দেওয়া হয় সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও পুর পরিষদে। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ পুরপরিষদের কর্মী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় মূর্তিটি রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসেন।কৌতূহলী মানুষের মনে প্রশ্ন এত ভারী কষ্টিক পাথরের কালী মূর্তি এখানে আসলো কি ভাবে। আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিভাগীয় একমাত্র জনগনের কৌতুহলের সমাধান করতে পারবে বলে প্রবীন নাগরিকরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সোনামুড়ায় প্রতিমা নিরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ অক্টোবর।। ঢাকের বুল, বিষাদের সুর, আর হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গতকাল সম্পন্ন হয়েছে সোনামুড়ার ঐতিহ্যবাহী মা"য়ের ভাসান তথা দশমী পর্ব। বিজয়া দশমী উপলক্ষে প্রতি বছরই সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত ও সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় স্পোর্টিং এসোসিয়েশন মাঠে আয়োজন করা হয়ে থাকে বিজয়ার মিলন মেলা। এতে নগর এলাকার ক্লাব ও পুজো উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিমা গুলি নিয়ে আসেন। মূর্তির সামনে দীর্ঘক্ষণ ঢাক, কসরের বাজনায় ধুনুচি নাচের তালে আনন্দ উপভোগের পর পার্শবর্তী গোমতী নদীর ঘাটে নিরঞ্জন করা হয় দেবী দুর্গাকে। এবছর সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ২৬টি পুজো হয়েছে। তারমধ্যে ৯ টি পুজো উদ্যোক্তা কমিটি তাদের প্রতিমা মাঠে এনেছেন বলে জানিয়েছেন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস - চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে এই প্রতিমা গুলি একে একে মাঠে আসতে শুরু করে। নিরঞ্জন পর্ব শেষ হতে হতে প্রায় রাত সাড়ে ১২ টা বেজে যায়। নিরঞ্জন পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নগর পঞ্চায়েতের কর্মী, দমকল বিভাগের কর্মী ,রেডক্রস সোসাইটির কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন দশমী ঘাটে। তাদের সহযোগিতায়ই চলে মা"য়ের বিসর্জন। নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত কমিশনাররা ছাড়াও মাঠে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী। অন্যদিকে কাঠালিয়া কমিউনিটি হল মাঠে আয়োজিত বিজয়া দশমী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও এলাকার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। প্রতিমা ভৌমিক সেখানে উপস্থিত সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান।

বাসের ধাক্কায় কৈলাসহরে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ অক্টোবর।। মহানবমীর দিনে বাস গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ঘটল এক ব্যাক্তির এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে কৈলাশহর কীর্তনথলি এলাকায়। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, যে মিলন দেবনাথ দীর্ঘ বছর ধরে স্ত্রী এবং এক মেয়েকে নিয়ে কৈলাশহর কীর্তনতলী এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। তিনি কৈলাসহরের একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন প্রতিদিনের মত সকাল বেলাও তিনি দোকানে যাবার উদ্দেশ্যে উনার ভাড়াঘর থেকে বের হয়ে আসেন কীর্তনতলী এলাকায় পেছনদিক থেকে টিআর০১বিএন১৪০১ নম্বরের একটি দ্রুতগতিতে বাস গাড়ি এসে উনাকে সজোরে ধাক্কা মারে। যার ফলে উনি মাটিতে ছিটকে পড়ে যান। উনার মাথায় এবং মুখের মধ্যে প্রচন্ডভাবে আঘাত লাগে। তারপর স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর পাঠায় কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। নিয়ে যাবার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।। ময়নাতদন্ত করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাস গাড়ি চালানো শিখছিলেন চালক। আর শিখতে গিয়েই ঘটে এই দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলায় ছুটে যায় কৈলাশহর থানার পুলিশ। গিয়ে বাস গাড়ি এবং বাস গাড়ির চালককে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে সেই বাস গাড়ি চালক। পাশাপাশি মিলন দেবনাথের স্ত্রী অপর্ণা চক্রবর্তী দেবনাথ বাস গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে গোটা এলাকায়।

ধর্মনগরে গেলেন সুনীল দেওধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ অক্টোবর।। নবমীর সকালে ধর্মনগরে ঝটিকা সফরে গেছেন বিজেপি দলের রাষ্ট্রীয় সম্পাদক সুনীল দেওধর। তার সফর সঙ্গী ছিলেন প্রদেশ বিজেপি টিআইডিসির চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, জেলা বিজেপির সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার সহ অন্যান্যরা।

তিনি এসে নয়াপাড়া কালীবাড়ি, ধর্মনগর টাউন কালীবাড়ি হয়ে থানা রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির পূজা পরিদর্শনে যান। থানা রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা

প্রয়াত সাংবাদিক প্রবীর সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন সাংবাদিক প্রবীর সাহা। বুধবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। তিনি সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। সংগঠনের বহু কার্যক্রমের একনিষ্ঠ কর্মী ও প্রত্যক্ষ সহযোগী ছিলেন প্রবীর সাহা বলে জানিয়েছে সংগঠন। সাংবাদিকতার সাথে সরাসরি যুক্ত না থেকেও নিষ্ঠার সাথে সংগঠনের সমস্ত কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গেছে। মৃত্যুকালে মা, স্ত্রী, একমাত্র কন্যা সন্তান ও চার ভাইবোন সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন তিনি। এই মৃত্যুশোকে তাঁর সহধর্মিনী অসুস্থ হয়ে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ অক্টোবর।। মঙ্গলবার রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার আরপিএফ থানা থেকে ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর দপ্তরে খবর আসে রেলের ধাক্কায় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতে রেল লাইনের পাশে পড়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ধর্মনগর উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার ডান হাতে এবং বা পা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ঘটনায়। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা জানায় তার নাম অমর দাস(৩০), পিতার নাম রতন দাস। বাড়ি দক্ষিণ হুরুয়ার পাঁচ নং ওয়ার্ডে। আরপিএফ এর কর্মীরা জানায় ঘটনার আগে একটি মালগাড়ি এই এলাকা দিয়ে অতিক্রম করেছে। সেই মাল গাড়ির ধাক্কায় এই যুবকের এই অবস্থা হয়েছে বলে ধারনা। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর।

প্রথম বছরেই হিট মেঘবালিকার দুর্গোপূজো উৎসাহ উদ্দীপনায় সফলভাবে সম্পন্ন শারদোৎসব

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারুইপুরের সন্নিকটে হরিহরপুরে অবস্থিত অবনির্মিত ইডেন মোবালিকা হাউজিং কমপ্লেক্সে প্রথম বছরের দুর্গাপুতো উদযাপন সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। পাঁচ দিন ধরে চলা এই উৎসকে যথোচিত ধর্মীয় মনাদার দেবীর আরাধনা করা হন। পানি প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে কমপত্রের বাসিন্দারা মৃত বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা করেন। এর পাশাপাশি ক্যাম্পানের মহিলাদের উদ্যোগে চিনব্যাপী কমিউনিটি কিচেনের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে কমপ্লেক্সের সমস্ত বাস্তিদারা উৎসাহের সঙ্গে অনাগ্রহণসন্ধ্যা দেবী বরণ, সিঁদুর খেলা ওপ্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেস এ উত নী যে, না নিহত মাস ভালই তৈরি হওয়া মেঘবালিক আবাসনের প্রথম বছরের দুর্গাপুরের ভকল আয়োজনের নানা কাদের মলা গিয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টমটম, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ অক্টোবর।। কৈলাসহর মোহনপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ই রিক্সা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। এতে গুরুতরভাবে আহত হয় দুইজন। বর্তমানে ওরা কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যায় যে ই রিক্সার মধ্যে চারজন যাত্রী এবং চালক মিলে মোট পাঁচজন ছিল। তারা গোবিন্দপুর থেকে পূজা দেখার উদ্দেশ্যে মোহনপুর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টুকটুকটি গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যায়। এতে করে গুরুতরভাবে আহত হয় ২ জন যাত্রী। বাকিরা অল্প বিস্তর আহত হয়। স্থানীয়রা বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায় পাশাপাশি গুরুতর আহত দুজন যাত্রীকে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ওরা কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ই রিক্সা চালক তপন পাল জানান উনার বাড়ি কৈলাশহর গোবিন্দপুর এলাকায়। উনার ই রিক্সাটি বিগত কয়েকদিন পূর্বে ক্রয় করেছিলেন। আজ উনার ই রিক্সার ব্র্যাক বিকল হওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।যদিও উনার ই রিক্সায় ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এ।

গাঁজা পাচারকালে আটক পুলিশের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। পূজার মৌসুমে যখন প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যস্ত এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাঁজা কারবারীরা তাদের বাণিজ্য করতে গিয়ে দামছড়া থানার পুলিশের হাতে গাঁজাসহ ধৃত দুই।

দামছড়ার বনসুল গেটে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দীপক দেববর্মা(২৩), বাড়ি ৪৩ মাইল মুঙ্গিয়াকামি এবং নারায়ণ রুপিনী(২৩), বাড়ি জিরানিয়া মহকুমায়, দুজনকে আটক করেছে। এই পাচারকাজে টিয়ার জিরো সেভেন বি ০৪২২ নম্বরের গাড়িটিকে আটক করেছে। তাদের কাছ থেকে ২২ কেজি ৬৩৮ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। পানিসাগর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা জানিয়েছেন, পূজার মৌসুমে যেভাবে পুলিশ কর্মীরা প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে এবং সফলতা অর্জন করছে তার জন্য দামছড়া থানাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কল্যাণপুরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ অক্টোবর।। শারদ উৎসবের নবমী রাতে কল্যানপুরে উপছে পড়া মানুষের ভিড়ে সঙ্গী হলেন দেশের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন খোয়াই জেলায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ঝটিকা সফরে খোয়াই, চেবরী, রামচন্দ্রঘাট, কল্যানপুরের একাধিক ক্লাব পুজো উদ্যোক্তাদের পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করেন। কল্যানপুরে পা রেখেই তিনি সানীয় বনেদি ক্লাব একত্র সংঘের মন্ডপে যান। কল্যানপুর কালিবাড়ি রোডসিত একত্র সংঘ এবছর লোকাল ফর ভোকাল কে গুরুত্ব দিয়ে এলাকার জনজাতি পরিবারের শিক্ষিত যুবক গোপাল দেববর্মার নেতৃত্বে একটি টিম প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁশকে ব্যবহার করে সুসজ্জিত কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মন্ডপ গড়ে তোলে। পুজোতে খোয়াই জেলাজুড়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে এই ক্লাব। মন্ডপ পরিদর্শন করতে বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছে। প্রতিমা ভৌমিক পুজো মন্ডপ পরিদর্শন করেই তলব করেন মন্ডপ শিল্পীদের। ভিড়েটাসা পুজোর মন্ডপ প্রাঙ্গণে মন্ডপ শিল্পী গোপাল দেববর্মাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা সহ পুরস্কার সূচক উপহার তুলে দেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজ বাড়ির দুর্গাকে বিদায় জানাতে দশমীঘাটে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।